এইচ,টি,এম,এল ইবুক

HTML 4.01

Written By

আবদুল্লাহ্ আল ফারুক

Published By : WordPress Group
http://goo.gl/YwsDG

এইচটিএমএল বাংলা ই-বুক

(For All Users)

মোঃ আবদুল্লাহ্ আল ফারুক

(https://www.facebook.com/faruk.ice09)

(http://www.WebTechnologyBlog.com)

প্রথম প্রকাশ

২৩ নভেম্বর ২০১২ ইং

০৯ অগ্রহায়ন ১৪১৯

প্রকাশক

ওয়ার্ডপ্রেস গ্রুপ বাংলাদেশ

(https://www.facebook.com/groups/Wordpress2Smashing)

ওয়ার্ডপ্রেস গ্রুপ ওয়েবসাইট

(http://www.wpbangla.com)

লেখক

মোঃ আবদুল্লাহ্ আল ফারুক

(https://www.facebook.com/faruk.ice09)

(http://www.WebTechnologyBlog.com)

প্রচ্ছদ

জামিল হোসেন সিজান

(https://www.facebook.com/zamil.hossainsezan32)

স্পন্সর

Extra Network

www.otirikto.net

[সতর্কতা]

বইটি বিক্রির জন্য নয়

[কপিরাইট © ওয়ার্ডপ্রেস গ্রুপ বাংলাদেশ-২০১২]

আমার সম্পর্কে-

আমি মোঃ আবদুল্লাহ আল্ফারুক(https://www.facebook.com/faruk.ice09) পড়ালেখা করছি কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনফরমেশান এন্ড কিমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (ICE) বিভাগের তৃতীয় বর্ষে। প্রতিনিয়ত শিখেই চলছি আর যতটুকু জানি সবার সাথে শেয়ার করতে ভালোলাগে। যেটা শিখি ভালভাবে বিস্তারিত গুছিয়ে শেখার চেষ্টা করি। গুছিয়ে শিখতেই লেখালেখির অভ্যাসটা চলে এসেছে। ভাললাগে লেখালেখি করতে। এই বইটির একটা অংশ আগেই লিখেছিলাম। একদিন হঠাৎ করে জামিল হোসেন সিজান ভাইয়ের (https://www.facebook.com/zamil.hossainsezan32) সাথে পরিচয় হল , ওয়ার্ডপ্রেস গ্রুপ নিয়ে উনার অনেক পরিকল্পনার কথা বললেন। একপর্যায়ে জানতে পারলাম প্রতি মাসে একটা করে ই-বুক প্রকাশিত হবে। আমি বললাম ভাই আমার লেখা একটি সিএসএস বই আছে দেখতে পারেন। এরপর আরেকদিন গ্রুপের মাধ্যমে জানতে পারলাম এইচটিএমএল-এর উপরও ই-বুক প্রকাশিত হবে। জামিল ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করলে উনি বইটি লিখে শেষ করতে বললেন। এরপর উনি আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছেন ও নিয়মিত খোঁজখবর নিয়েছেন যার ফলেই আমি বইটি লিখে শেষ করতে পেরেছি। জামিল হোসেন সিজান ভাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সেই সাথে ওয়ার্ডপ্রেস গ্রপ বাংলাদেশ (https://www.facebook.com/groups/Wordpress2Smashing/)-কেও অনেক অনেক ধন্যবাদ তাদের মহৎ কর্মের আমি একজনঅংশীদার হতে পেরে। বইটিতে কোন ভুল থাকলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আমাকে জানালে সমাধানের চেষ্টা করব।

এই বইটির সবর্স্বত্ত আমার। অনুগ্রহ করে অনুমতি ছাড়া এই বইটির আংশিক বা সম্পূর্ণ কপি বা বিকৃত বা নিজের নামে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবেন না। আপনাদের নিজ নিজ ব্লগের মাধ্যমে বইটি সবার মাঝে ছড়িয়ে দিন। শেয়ার করুন সবার সাথে। জ্ঞান বিতরণে কমে না, তাই যে যা জানেন সবার সাথে শেয়ার করুন।

- আবদুল্লাহ্ আল ফারুক

সূচিপত্র

অধ্যায়-একঃ সূচনা

১.১.এইচটিএমএল কী?

১.২.এইচটিএমএল কী কাজে লাগে

১.৩.যা যা প্রয়োজন হবে

১.৪.ওয়েব ডিজাইনের জন্য HTML-ই কি যথেষ্ট?

অধ্যায়-দুইঃ শুরু করা

২.১.এইচটিএমএল ব্যাসিক স্ট্র্যাকচার

২.২.এইচটিএমএল শুরু করি

২.৩.এইচটিএমএল শুরু করার আগে যে শব্দগুলো ভালভাবে জানা দরকার

২.৩.১.ট্যাগ (HTML Tag)

২.৩.২.এইচটিএমএল এলিমেন্ট (HTML Element)

২.৩. ৩. এইচটিএমএল ডকুমেন্ট (HTML Document)

২.৩.৪.এট্রিবিউট(Attribute)

২.৪.ডকটাইপ ডিকলারেশনঃ

অধ্যায়-তিনঃ হেড সেকশান

৩.১.হেড সেকশান (<head>...</head> ট্যাগ)

৩.২.টাইটেল ট্যাগ(<title>...</title>)

৩.৩.মেটা ট্যাগ(<meta>)

৩.৩.১. name এট্রিবিউটের ব্যাবহারঃ

৩.৩.২.HTTP-EQUIV এট্রিবিউটের ব্যাবহারঃ

৩.৪.লিংক ট্যাগ(<link>)

৩.৫.বেস ট্যাগ(<base>)

৩.৬.স্টাইল ট্যাগ(<style>...</style>)

৩.৭.স্ক্রিপ্ট ট্যাগ(<script>...</script>)

অধ্যায়-চারঃ বডি সেকশান

৪.১.বডি সেকশান (<body>...</body> ট্যাগ)

৪.২.bgcolor এর ব্যাবহার

৪.২.১.এইচটিএমএল-এ রংয়ের ব্যবহার

৪.৩.background এর ব্যাবহারঃ

৪.৩.১.ওয়েবে ব্যবহৃত ইমেজ ফরমেট

৪.৪.text এর ব্যাবহার

৪.৫.link এর ব্যাবহার

৪.৬.vlink এর ব্যাবহার

৪.৭.alink এর ব্যাবহার

৪.৮.হেডিং ট্যাগ (<h1> থেকে </h6>)

৪.৯.প্যারাগ্রাফ ট্যাগ (....)

৪.১০.ব্রেক ট্যাগ (<br>)

৪.১১.নন ব্রেকিং স্পেস( ) এর ব্যাবহার

৪.১২.হোয়াইট স্পেস <pre>.....</pre> ট্যাগের ব্যাবহার

৪.১৩.এডভাইজারি টাইটেল

৪.১৪.<acronym> ট্যাগের ব্যাবহার

৪.১৫.আনুভূমিক রেখা তৈরিঃ<hr> ট্যাগ

৪.১৬.Marquee ট্যাগের ব্যাবহার

৪.১৭.মন্তব্য যোগ করা

অধ্যায়- পাঁচঃ ওয়েব পেজে ফন্টের ব্যবহার

৫.১.ফন্টের ব্যবহারঃ .... ট্যাগঃ

৫.২.কিছু ট্যাগ ব্যবহার করে টেক্সটের স্টাইল পরিবর্তন করা

৫.৩.জেনারিক ফন্ট ফ্যামেলির ব্যবহারঃ

৫.৪.বিশেষ অক্ষরসূমহ (HTML Entities)

৫.৫.এইচটিএমএল উপাদানের শ্রেণীবিভাগঃ

৫.৬.নেস্টিং নিয়ে কিছু কথাঃ

অধ্যায়-ছয়ঃ ওয়েব পেজে লিস্ট তৈরি

৬.১.ক্রমিক লিস্ট (Ordered List)

৬.২.আনঅডার(Unordered List)

৬.৩.নেস্টেড লিস্ট।

অধ্যায়-সাতঃ ওয়েব পেজে ইমেজের ব্যবহার

৭.১.<img> ট্যাগের বিস্তারিত

৭.২.সতর্কতা

অধ্যায়-আটঃ ওয়েব পেজে লিংক তৈরি

৮.১.হাইপারলিংকঃ <a>.... ট্যাগ

৮.১.১.href রেফারেন্স হাইপারটেক্সট))এট্রিবিউটের ব্যাবহার
৮.১.২.Title এট্রিবিউটের ব্যাবহার

৮.১.৩.Target এট্রিবিউটের ব্যাবহার

৮.২.ইন্টারনাল লিংক তৈরি
৮.৩.ইমেজকে লিংক হিসাবে ব্যাবহার

৮.৪.এইচটিএমএল ইমেইল লিংক
৮.৫.সতর্কতা

অধ্যায়-নয়ঃ ওয়েব পেজে টেবিল তৈরি

৯.১.টেবিল তৈরিঃ (<table>...</table>)ট্যাগ

৯.২.টেবিলে ব্যবহৃত এট্রিবিউট সূমহ

৯.২.১.align এট্রিবিউটের ব্যবহার

৯.২.২.width এট্রিবিউটের ব্যাবহার

৯.২.৩.Border এট্রিবিউটের ব্যাবহার

৯.২.৪.Cellspacing এট্রিবিউটের ব্যাবহার

৯.২.৫.Cellpadding এট্রিবিউটের ব্যাবহার

৯.২.৬.bgcolor এট্রিবিউটের ব্যবহার

৯.২.৭.rowspan এট্রিবিউটের ব্যাবহার

৯.২.৮.colspan এট্রিবিউটের ব্যাবহার

৯.৩.<caption> ট্যাগের এট্রিবিউট সূমহ

৯.৪.টেবিলের ব্যাকগ্রাউন্ডে ইমেজের ব্যবহার

৯.৫.এইচটিএমএল ব্যাকগ্রাউন্ড রিপি

অধ্যায়-দশঃ ওয়েব পেজে ফরমের ব্যবহার

১০.১.ফরম তৈরি (<form>...</form>) ট্যাগ

১০.১.১.Method এট্রিবিউট

১০.১.২.Action এট্রিবিউট

১০.১.৩.Enctype এট্রিবিউট

১০.২.এইচটিএমএল ইনপুট ট্যাগঃ

১০.২.১.টেক্সট ফিল্ড তৈরি

১০.২.২.পাসওয়ার্ড ফিল্ড তৈরি

১০.২.৩.চেকবক্স তৈরি

১০.২.৪.রেডিও বাটন তৈরি

১০.২.৫.টেক্সট এরিয়া তৈরি

১০.২.৬.বাটন তৈরি

১০.২.৭.সাবমিট বাটন তৈরি

১০.২.৮.ইমেজ বাটন তৈরি

১০.২.৯.রিসেট বাটন তৈরি

১০.২.১০.ড্রপডাউন লিস্ট তৈরি

১০.২.১১.আপলোড ফরম তৈরি

অধ্যায়-এগারঃ ওয়েব পেজে ফ্রেমের ব্যবহার

১১.১.এইচটিএমএল iframe ট্যাগ

অধ্যায়-বারঃ **এইচটিএমএল লেআউট**

১২.১.<table> ট্যাগ ব্যবহার করে লেআউট তৈরি

১২.২.CLASS ও ID এট্রিবিউট

১২.৩.এইচটিএমএল ট্যাগ

১২.৪. ট্যাগ ব্যবহার করে লেআউট তৈরি

অধ্যায়-তেরঃ

১৩.১.এইচটিএমএল 4.01- এর সকল ট্যাগ

অধ্যায়-একঃ সূচনা

এইচটিএমএল কী?

এইচটিএমএল হল ওয়েব ডিজাইনের মূলভিত্তি যা দিয়ে ওয়েব পেজ তৈরি করা হয়। আপনি যদি একজনদক্ষ ওয়েব ডিজাইনার বা ডেভলপার হতে চান তবে আপনাকে অবশ্যই এইচটিএমএল ভালভাবে জানতে হবে। HTML এর পূর্ণরূপ হল Hyper Text Markup Language তবে এটা কোন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নয়। এইচটিএমএল -কে Markup Language ও বলা হয়, যা কতগুলো Markup ট্যাগের সমষ্টি আরএই Markup ট্যাগের কাজ হল ওয়েব পেজে বিভিন্ন এলিমেন্ট কিভাবে প্রদর্শন করবে তা নির্দেশ করা। যেমন- একটি ওয়েব পেজে টেক্সট, ইমেজ, এনিমেশান,অডিও, ভিডিও ইত্যাদি এলিমেন্ট থাকতে পারে ; আরএই এলিমেন্টগুলো ওয়েব পেজে প্রদর্শন করা বা কিভাবে প্রদর্শন করবে তা নির্ধারণ করাই হল মার্কআপ ট্যাগ বা এইচটিএমএল ট্যাগের কাজ। যে কোন ওয়েব পেজের অউটপুট হল এইচটিএমএল কোড। ব্রাউজারে একটা ওয়েব পেজ ওপেন করে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে View Page Source ক্লিক করলে <html>.....</html> ট্যগের মাঝে কিছু কোড দেখতে পওয়া যায় যা হল এইচটিএমএল কোড।

এইচটিএমএল কী কাজে লাগেঃ

এককথায়,ওয়েব পেজ তৈরি করা ,পেজের বিভিন্ন কনটেন্টকে কে সুবিন্যস্ত করা, ডিজাইন করা এবং পেজের আউটলুক দেওয়া হয় এইচটিএমএল ব্যবহার করে। এইচটিএমএল এর মূল লক্ষ্য একটি এইচটিএমএল ডকুমেন্ট(ওয়েব পেজ) তৈরি করা যা বিভিন্ন প্লাটফর্ম (ব্রাউজারে) কাজ করে। এইচটিএমএল কে ধরা হয় ওয়েব পেজ নির্মাণের ভিত্তিভূমি।

যা যা প্রয়োজন হবেঃ

এইচটিএমএল লেখার জন্য আলাদা কোন টেক্সট এডিটর সফটওয়্যার ব্যবহার না করলেও হবে, আপনার কম্পিউটারে Notepad নামে যে টেক্সট এডিটর আছে সেখানেই কোড লিখতে পারবেন। তবে নোটপ্যাডের উন্নত সংস্করণ Notepad++ বা আরওউন্নত এডিটর যেখানে আপনি একইসাথে কোড লিখতে ও তার আউটপুট দেখতে পারবেন যেমন- Adobe Dreamweaver, HTML Kit ব্যবহার করতে পারেন। আপাতত আমি আপনাদের Notepad++ ব্যবহার করতে বলব। এবার এইচটিএমএল কোডকে রান করানোর জন্য যেকোন একটি ব্রাউজার হলেই হবে। যেমনঃ Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome ইত্যাদি।

ওয়েব ডিজাইনের জন্য HTML-ই কি যথেষ্ট?

আসুন তার আগে জেনে নিই ওয়েব ডিজাইন কি; ওয়েব ডিজাইন হল একটি ওয়েব পেজের বাহ্যিক কাঠামো তৈরী করা যেখানে কোন এপ্লিকেশন থাকবে না। এখন প্রশ্ন হল এপ্লিকেশন কি? যেমন ধরুন অ্যাকাউন্ট খোলা ছাড়া আমরা ফেসবুক ব্যবহার করতে

পারি না বা আমাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকতে লগইন করতে হয় এগুলোই হল একএকটা এপ্লিকেশন। এবার আসলকথায় আসি ওয়েব ডিজাইনের জন্য কি এইচটিএমএল ই যথেষ্ট? এককথায় না। ওয়েব ডিজাইনের জন্য এইচটিএমএল -ই যথেষ্ট না। এইচটিএমএল ব্যবহার করে আপনি শুধুমাত্র ওয়েব পেজে বিভিন্ন কনটেন্ট প্রদর্শন করতে পারবেন। এরপর CSS(Cascading Style Sheets) ব্যবহার করে ওয়েব পেজে বিভিন্ন স্টাইল ব্যবহার করতে পারবেন। ওয়েব ডিজাইনের জন্য এইচটিএমএল, সিএসএস ও ফটোশপ জানলেই হবে। এই তিনটি ব্যবহার করে স্ট্যাটিক ওয়েব সাইট তৈরি করা যায় (স্ট্যাটিক ওয়েব সাইট হল যেখানে কোন এপ্লিকেশন থাকবে না)। কিন্তু ওয়েব ডেভলপার হতে হলে আরওঅনেক কিছু জানতে হবে।

ডোমেইন কিংবা হোস্টিং

সেরা মানের প্রতিশ্রুতি নিয়ে

hostghor.com

অধ্যায়-দুইঃ শুরু করা

এইচটিএমএল ব্যাসিক স্ট্র্যাকচারঃ

এইচটিএমএল এর গঠনকে দুইভাবে ভাগ করা হয়। একটি হল হেড সেকশান যা <head> ট্যাগ দিয়ে শুরু হয় এবং </head> ট্যাগ দিয়ে শেষ হয় অন্যটি হল বডি সেকশান যা <body> ট্যাগ দিয়ে শুরু হয় এবং </body> ট্যাগ দিয়ে শেষ হয়। আরএই

দুটি সেকশানকে <html> ও </html> ট্যাগের মাঝে রাখতে হবে। এবার চলুন আমরা এইচটিএমএল এর ব্যাসিক কাঠামোটা দেখে নিই-

<html>

<head>

এখানে CSS, Java Script কোড ব্যবহার করতে পারবেন।

<title>

এখানে ওয়েব পেজের শিরোনাম (title) ব্যবহার করতে পারবেন।

</title>

</head>

<body>

একটি ওয়েব পেজের যাবতীয় কনটেন্ট সমূহ (Text,Image,Table,Form,Audio,Video ইত্যাদি) এই ট্যাগের মধ্যে লিখতে হবে।

</body>

</html>

এইচটিএমএল শুরু করিঃ

Notepad++ এ একটি নূতন পেজ খুলে নিচের কোড গুলো টাইপ করুন-

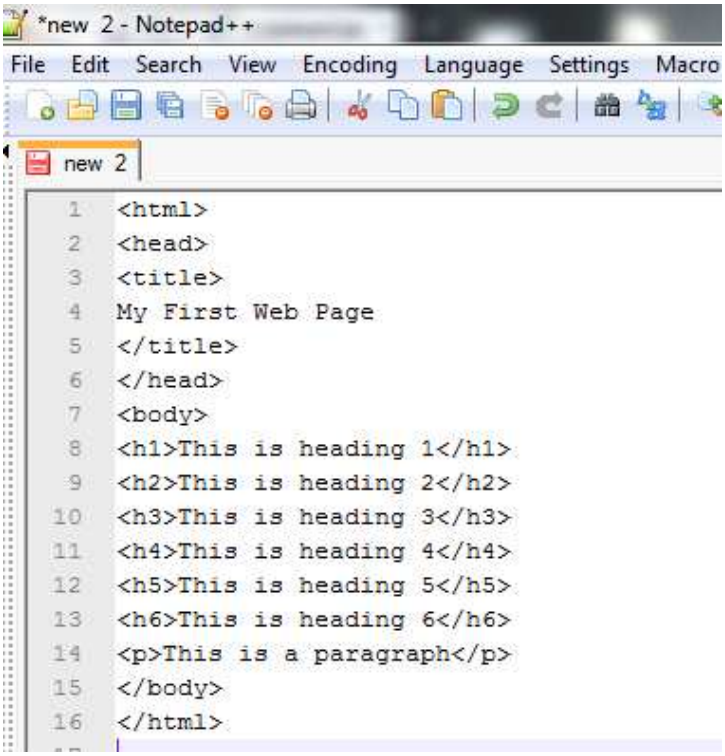

এবার File মেনুতে ক্লিক করে Save As...এ ক্লিক করুন। নিচের মত একটি উইন্ডো ওপেন হবে-

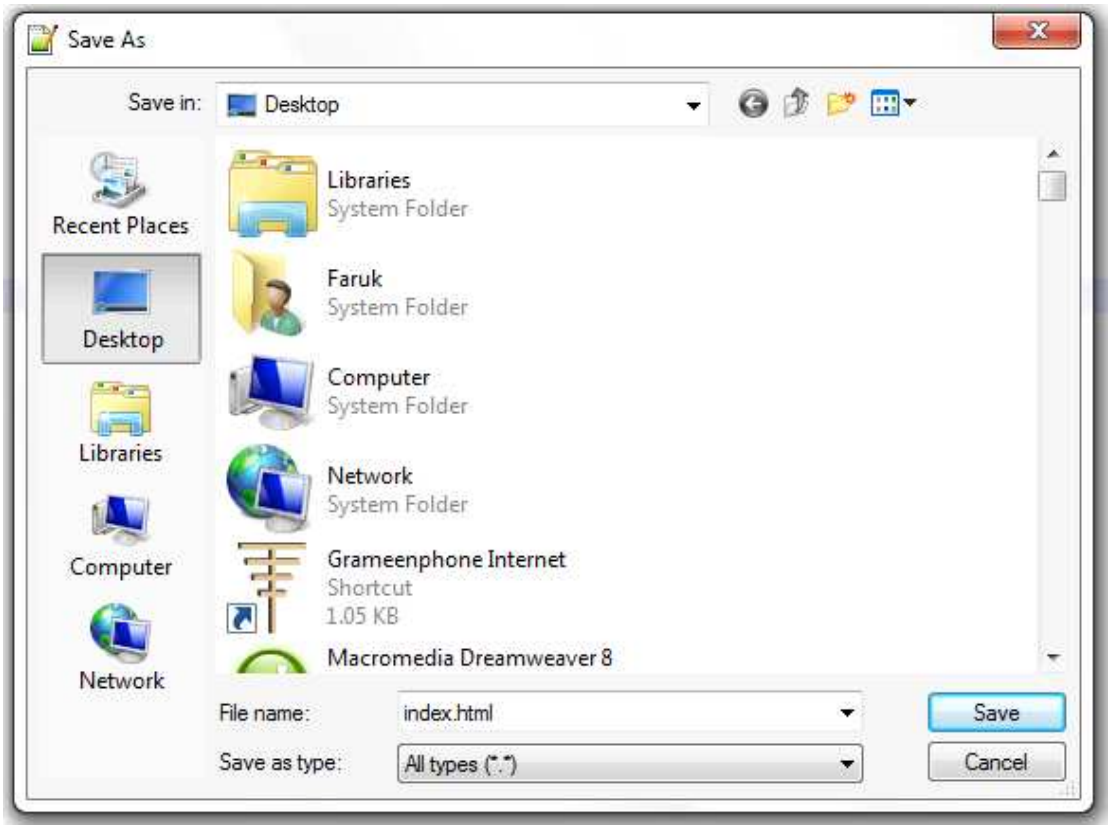

এবার File name:-এর বক্সে index.html বা index.htm এবং Save as type:-এর বক্সে All types(*.*)সিলেক্ট করে save বাটনে ক্লিক করুন। উপরের দিকের Save in অপশান থেকে ঠিক করে দিতে পারেন ফাইলটি কোথায় সেভ করবেন। আমরা এখানে ফাইলটি ডেস্কটপে সেভ করেছি। ডেস্কটপে গিয়ে দেখুন নিচের ছবির মত একটি ফাইল তৈরি হয়েছে-

ফাইলটিকে যে কোন একটি ব্রাউজার দিয়ে ওপেন করলে নিচের মত আউটপুট দেখতে পারবেন-

কোড বিশ্লেষনঃ আমরা এখানে <head> ও <body> নামে দুটি সেকশান দেখতে পাচ্ছি ,পরবর্তীতে প্রতিটা সেকশান এর কোড নিয়ে বিস্তারিত আলচনা করব, তার আগে একটি কথা বলে রাখি হেড সেকশানে ওয়েব পেজের শিরোনামের জন্য <title > ট্যাগ ব্যবহার করা হয়েছে।এখানে <title> My first web page </title> ব্যবহারের ফলে ব্রাউজারের টাইটেল বারে "My first web page" লেখাটি দেখা যাচ্ছে। এগুলো নিয়ে পরিবর্তিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এরপর বডি সেকশানে (<body>....</body>)-এ h1,h2,h3,h4,h5,h6 এই ছয়টি ট্যাগ দ্বারা হেডিং বা শিরোনাম ব্যবহার করা হয়েছে। মূলত কোন আর্টিকেলের শিরোনাম ব্যবহার করা হয় <h1>,<h2,.....<h6> এই ছয়টি ট্যাগ দ্বারা। ..... ট্যাগ দ্বারা ওয়েব পেজে প্যারাগ্রাফ লেখা হয়। এখানে একটু ধারণা দিলাম মাত্র পরে বিস্তারিত আলোচনা করব।

HTML শুরু করার আগে যে শব্দগুলো ভালভাবে জানা দরকারঃ

১. এইচটিএমএল ডকুমেন্ট (HTML Document)

২. এইচটিএমএল এলিমেন্ট(Element)

৩.এইচটিএমএল ট্যাগ(Tag)

৪.এইচটিএমএল এট্রিবিউট(Attribute)

বিষয় গুলো নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

১.ট্যাগ (HTML Tag): ট্যাগ হল এইচটিএমএল-এর প্রাণ যার মাধ্যমে এইচটিএমএল কোড লেখা হয়। প্রতিটি ট্যাগ শুরু হয় বাম (<)এঙ্গেল ব্রাকেট দিয়ে ,এরপর একটা কীওয়ার্ড এবং শেষ হয় ডান এঙ্গেল (>) ব্রাকেট দিয়ে।যেমনঃ <html>,<head>,<body> হল একএকটা ট্যাগ। প্রতিটা ট্যাগ আলাদা আলাদা অর্থ বহন করে অর্থাৎ প্রতিটা ট্যাগের কাজ আলাদা এবং এরা Case Sensitive নয় , তবে Small Letter- এ লেখা ভাল। ট্যাগ লেখার একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম হল যে ট্যাগ দিয়ে শুরু হয় সেই ট্যাগ দিয়েই শেষ করতে হবে শুধু শেষ কীওয়ার্ড –এর পূর্বে এর আগে একটা শ্লাস (/) দিতে হবে। যেমন- ব্যাসিক কাঠামোতে আমরা দেখেছি যে, হেড সেকশান শুরু হয়েছে <head> ট্যাগ দিয়ে আরশেষ হয়েছে </head> ট্যাগ দিয়ে।কিছু ট্যাগ রয়েছে যাদের শেষ ট্যাগ ব্যবহার না করলেও হয় , এগুলো অপশনাল ট্যাগ ।যেমনঃ কোন প্যারাগ্রাফ লিখতে শেষ ট্যাগ ব্যবহার না করলেও হবে এটা অপশনাল ট্যাগ।

২.এইচটিএমএল এলিমেন্ট (HTML Element): এইচটিএমএল ট্যাগের দ্বারাই এইচটিএমএল এলিমেন্ট গঠিত । এইচটিএমএল এলিমেন্ট হল এইচটিএমএল-এর কেন্দ্রবিন্দু যার মাধ্যমে ওয়েব পেজে বিভিন্ন এলিমেন্ট প্রদর্শন করা হয় ।একটি এইচটিএমএল ডকুমেন্টের চারটি মৌলিক এলিমেন্ট থাকে- html, head, title এবং body। এছাড়া আরওঅনেক এলিমেন্ট রয়েছে।

<u>এইচটিএমএল এলিমেন্ট কতগুলো বৈশিষ্ট্য মেনে চলে তা নিম্নরূপ-</u>

- Start Tag/Opening Tag দিয়ে শুরু হয়।
- End Tag/Closing Tag দিয়ে শেষ হয়।
- Start ও End ট্যাগের মাঝে Element Content থাকে।
- কিছু ক্ষেত্তে Element Content নাও থাকতে পারে।
- কিছু Element-এর End Tag নাও থাকতে পারে।

ব্যাপারটা ভালোভাবে বুঝার জন্য একটু আলোচনা করা যাক যেমন- কোন প্যারাগ্রাফ লিখতে প্রথমে ট্যাগ দিয়ে শুরু করতে হয় তারপর প্যারাগ্রাফের বিষয়বস্তু এবং সবশেষে দিয়ে শেষ করতে হয়। এখানে প্যারাগ্রাফের শুরু ও শেষ ট্যাগ (Element Content)নিয়েই হল প্যারাগ্রাফ এলিমেন্ট। অনেকেই ট্যাগ এবং এলিমেন্টের পার্থক্যটা বুঝতে পারে না, আসলে শুরুর ও শেষ ট্যাগ একত্রে মিলেই হল এইচটিএমএল এলিমেন্ট।

৩. এইচটিএমএল ডকুমেন্ট (HTML Document): এইচটিএমএল এলিমেন্ট দ্বারা গঠিত ওয়েব পেজটাই হল এইচটিএমএল ডকুমেন্ট । এইচটিএমএল ডকুমেন্টের প্রধান দুটি অংশ হল head ও body সেকশান। এইচটিএমএল ডকুমেন্ট ফাইলটিকে অবশ্যই something.html/.htm Extension দিয়ে save করতে হবে।

৪.এট্রিবিউট(Attribute): একটি ওয়েব পেজে বিভিন্ন টেক্সট, ইমেজ বা আরও কিছু থাকতে পারে এবং এদের অবস্থান , স্টাইল বিভিন্ন ধরণের হতে পারে। ওয়েব পেজে কোন এলিমেন্টের অবস্থান , স্টাইল পরিবর্তনকারী কতগুলো নিদিষ্ট ওয়ার্ডই হল এট্রিবিউইট।কি বুঝতে কষ্ট হচ্ছ...? একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টা পরিষ্কার করা যাক- উপরের উদাহরণে দেখুন স্বাভাবিকভাবে হেডিংগুলো পেজের বাম দিকে দেখাচ্ছে কিন্তু আমরা যদি চাই ডানদিকে বা মাঝখানে দেখাবো তাহলে কি করব? হা এই কাজটা করা যাবে এট্রিবিউটের সাহায্যে।উপরের উদাহরণে এই "<h1>My First Heading</h1>" লাইনের স্থলে নিচের লাইনটুকু বসিয়ে সেভ করে ব্রাউজার রিলোড করে দেখুন "My First Heading " লেখাটা পেজের মাঝখানে দেখাচ্ছে।

```
<h1 align="center"> My First Heading </h1>
```

এখানে align নামে একটি এট্রিবিউট ব্যবহার করা হয়েছে যার value হল "center",যার ফলে হেডিংটি ওয়েব পেজের মাঝখানে দেখা যাচ্ছে। আসলে প্রতিটা এট্রিবিউটের একবা একাধিক ভেলু থাকতে পারে। এট্রিবিউটের সাধারণরূপটি হল-

<HTML Tag Attribute_Name="Attribute_Value">.....</HTML Tag>

ডকটাইপ ডিকলারেশনঃ

আরেকটি কথা আমরা ওয়েব পেজের Source Code দেখলে আমরা দেখতে পাব যে, <html> ট্যাগের উপরে <!doctype> নামে আরেকটি ট্যাগ রয়েছে ।এটাকে বলা হয় Doctype Declaration । এইচটিএমএল ফাইল ব্রাউজারে লোড হলে ডকটাইপ সহজেই ইন্টারপ্রেট করতে পারে। আরতাই ডকটাইপ দরকারী। এর কাজ হল ডকুমেন্টের ধরণ নির্দেশ করা অর্থাৎ ডকুমেন্টটি কোন ভাষায় রচিত, HTML এর কততমভার্সন, W3C দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কিনা ইত্যাদি? Doctype Declaration এর সাধারণ রুপ হলঃ

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

এখন আমরা হেড ও বডি সেকশান নিয়ে বিস্তারিত আলচনা করব, তার আগে একটি কথা বলে রাখি সমস্ত এইচটিএমএল কোডকে অবশ্যই <html>.....</html> ট্যাগের মাঝে রাখতে হবে। চলুন শুরু করা যাক-

অধ্যায়-তিনঃ হেড সেকশান

হেড সেকশান (<head>…</head> ট্যাগ):

আমরা এতক্ষনে জেনেছি যে এইচটিএমএল দুটি অংশ নিয়ে গঠিত-যার প্রথম অংশ হল হেড সেকশান। আমরা এই সেকশানে যা কিছু নিয়ে আলোচনা করব তা অবশ্যই <head>…</head> এই ট্যাগের মধ্যে রাখতে হবে। <head>……</head> ট্যাগ দিয়ে হেড সেকশান গঠিত। হেড সেকশানে ডকুমেন্ট সম্পর্কিত তথ্য থাকে। যেমন- ডকুমেন্টের টাইটেল, ডকুমেন্টের বিষয়বস্তু, ডকুমেন্টে ব্যবহৃত স্টাইলশীট বা স্ক্রিপ্ট ইত্যাদি। এই সেকশানে যা কিছু লেখা হয় তা ওয়েব পেজের বডিতে দেখা যায় না; টাইটেল বারে শুধু দেখা যায় আরযেগুলো দেখা যায় না সেগুলো সোর্সকোডে থেকে কাজ করে। হেড সেকশানে (<head>……</head> ট্যাগের মাঝে) নিম্নের ট্যাগ গুলো থাকেঃ

ক.টাইটেল ট্যাগ

খ.মেটা ট্যাগ

গ.লিংক ট্যাগ

ঘ.বেস ট্যাগ

ঙ.স্টাইল ট্যাগ

চ.স্ক্রিপ্ট ট্যাগ

ক.টাইটেল ট্যাগ (<title>…</title>): হেড এলিমেন্টেরের প্রথম ট্যাগ হচ্ছে টাইটেল ট্যাগ যা <title>……</title> ট্যাগ দিয়ে গঠিত। এই ট্যাগের মাঝে যা কিছু লিখা হয় তা ব্রাউজার-এর টাইটেল বারে দেখা যায়। মূলত ওয়েব সাইটের বিষয় বস্তুর সাথে সংগতি রেখে একটি সংক্ষিপ্ত টাইটেল এই এই ট্যাগের মাঝে লেখা হয়। সার্চ ইঞ্জিন যাতে আপনার ওয়েব পেজকে সহজে ইনডেক্সিং করতে পারে এ জন্য যথাযথ title এর গুরত্ত অপরিসীম। একটি Valid HTML Document তৈরি করতে অবশ্যই title ট্যাগ ব্যবহার করতে হবে। যেমন- আপনি যদি www.youtube.com এই ওয়েব সাইটে যান তবে ব্রাউজারের টাইটেল বারে দেখতে পারবেন Broadcsst Yourself; এই কাজটি কিভাবে করা হয়েছে দেখুন-

```
<head>
<title> Broadcsst Yourself</title>
</head>
```

টাইটেল ট্যাগের ক্ষেত্রে যে দুটি কথা সব সময় মনে রাখা দরকারঃ

►টাইটেল ট্যাগের শব্দ সংখ্যা ৪০-৮০ টির মধ্যে থাকা ভালো।

► টাইটেল ট্যাগের মাঝে অন্য কোন ট্যাগ ব্যবহার করা যাবে না। যেমনঃ

<title> Paragraph Here </title> - এটা ভুল।

খ.মেটা ট্যাগ(<meta>): টাইটেল ট্যাগের পরে ব্যবহার করা হয় <meta> ট্যাগ। এই ট্যাগ ব্যবহার করা হয় ডকুমেন্ট সম্পর্কিত তথ্য সন্নিবেশ করার জন্য। যেমন- ওয়েব পেজটি কে তৈরি করেছে তার পরিচয়, তার ওয়েব সাইটের ঠিকানা, তার অন্যান্য আরওতথ্য, ওয়েব সাইটের বিষয়বস্তু এবং আরওঅনেক কিছু। সার্চ ইঞ্জিন ইনডেক্সিং এর জন্য এ ট্যাগের গুরত্ত অপরিসীম। এর কোন শেষ ট্যাগ নেই। <meta> ট্যাগের সাধারন রুপ হলঃ

<meta name="meta_Name" content="meta_Content">

মেটা ট্যাগের সাথে name, http-equiv ও content নামে তিনটি এট্রিবিউট ব্যবহার করা হয় । name ও http-equiv এট্রিবিউটের সাথে content এট্রিবিউট ব্যবহার করা হয় ঐ দুই এট্রিবিউট এর মান নির্ধারণ করার জন্য।

নিম্নে name ও http-equiv এট্রিবিউট নিয়ে আলোচনা করা হলঃ

১.name এট্রিবিউটের ব্যাবহারঃ

i.<meta name="Developer" content="Abdullah Al -Faruk">

এখানে name ও content attribute ব্যবহার করে developer ও তার নাম দেওয়া হয়েছে।

ii.<meta name="keywords" content="html,java,css,php,joomla">

এখানে পেজের কীওয়ার্ডগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে।

iii.<meta name="Description" content="This tutorial about web design & developing" >

এখানে ওয়েব পেজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

iv.<meta name="robots" content="noindex/nofollow/all/index">

robots কীওয়ার্ড ব্যাবহারের ফলে আপনার ওয়েব পেজকে সার্চ ইঞ্জিন ইনডেক্স করতে পারবে না।

v. কোন ডকুমেন্টকে নিদিষ্ট সময় অন্তর পুনঃলোড করার জন্য refresh ব্যবহার করা হয়।

<meta name="refresh" content="3,http://www.iceschool.com">

অন্য ভাবে লেখা যায়ঃ-

<meta http-equiv=" refresh" content="3,http://www.iceschool.com">

এর ফলে প্রতি তিন মিনিট পর পর ওয়েব পেজটি রিলোড হবে।

২.HTTP-EQUIV এট্টিবিউটের ব্যাবহারঃ

কোন নিদিষ্ট সময় পরে ওয়েব পেজকে update করতে <meta> ট্যাগের এই attribute ব্যবহার করা হয়।

<meta http-equiv="expires" content="sat,30 dec,2011,12.00AM,GMT">

এর ফলে 30 dec-এর পরে ব্রাউজার সার্ভার থেকে ডকুমেন্টের একটি নুতুন কপি সংগ্রহ করবে।

গ. লিংক ট্যাগ(<link>): একটি ডকুমেন্টের সাথে আরেকটি ডকুমেন্টের সংযোগ স্থাপন করা হয় <link> ট্যাগ ব্যবহার করে।আরও সহজভাবে বলা যায় একটি ডকুমেন্টের সাথে এক্সটারনাল কোন ফাইলের সংযোগ তৈরি করা হয় লিংক ট্যাগ ব্যবহার করে। লিংক ট্যাগ সাধারণত ব্যবহার করা হয় ডকুমেন্টে এক্সটারনাল কোন স্টাইলশীট বা স্ক্রিপ্ট সংযোগ করার জন্য। আমরা সিএসএস করার সময় লিংক ট্যাগ নিয়ে বিস্তারিত জানব। ডকুমেন্টে লিংক ট্যাগব্যবহারের নিয়মঃ

```
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css" />
</head>
```

ঘ.বেস ট্যাগ(<base>): একটি ওয়েবসাইটের সমস্ত লিংককে একটি ওয়েব পেজে ডিফল্ট লিঙ্ক হিসেবে ব্যবহারের জন্য ব্যবহার করা হয় বেস ট্যাগ। <base> ট্যাগের মাধ্যমে কোন ডকুমেন্টের আসলURL জানিয়ে দেওয়া হয়। ডকুমেন্টের হাইপারলিঙ্ক তৈরির জন্য <base> ট্যাগ ব্যবহার করা সুবিধাজনক। যেমনঃ

<base href="http://www.iceiuacademy.com/html/">

এটা যদি আমাদের iceiuacademy এর হোমপেজ হয় এবং এই পেজে আমরা যদি Admission Form নামে আরেকটি পেজের লিঙ্ক দিতে চাই তবে এর জন্য আলাদা লিঙ্ক ব্যবহার না করে হোমপেজের লিঙ্কের সাথে সরাসরি লিঙ্ক প্রদান করা যায়। যেমনঃ

```
<head>
<base href="http://www.iceiuacademy.com/admissionform" />
<base target="_blank" />
</head>
```

লিঙ্ক সেকশানে আমরা Base Tag নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

ঙ.স্টাইল ট্যাগ(<style>...</style>): <style> ও </style> ট্যাগ ব্যবহারের মাধ্যমে কোন ডকুমেন্টে স্টাইলশীট যুক্ত করা হয়। এটা আমাদের এখন কাজে লাগবে না, সিএসএস করার সময় লাগবে। স্টাইল ট্যাগের সাথে type নামে একটি এট্রিবিউট ব্যবহার করা হয় । যেমনঃ

```
<head>
<style type="text/css">
body {background-color:yellow}
p {color:blue}
</style>
</head>
```

চ.স্ক্রিপ্ট ট্যাগ(<script>...</script>): <script>ও </script> ট্যাগের মাধ্যমে ডকুমেন্টে client-side script যেমন JavaScript যোগ করা হয়। জাভাস্ক্রিপ্ট করার সময় এটা লাগবে, এখন লাগবে না।

মোবাইল অপারেটরদের সেবা,সার্ভিস , ট্যারিফ কিংবা আরো কিছু ?

www.extratelecombd.com

অধ্যায়-চারঃ বডি সেকশান

বডি সেকশান (<body>...</body> ট্যাগ):

আমরা জানি একটি এইচটিএমএল ডকুমেন্টের প্রাধান দুটি অংশ হল-হেড সেকশান ও বডি সেকশান। হেড সেকশান নিয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে,এখন আমরা বডি সেকশান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। তার আগে একটি কথা বলে রাখি আমরা এই সেকশানে যা কিছু নিয়ে আলোচনা করব তা অবশ্যই <body>...</body> এই ট্যাগের মধ্যে রাখতে হবে। <body>.....</body> ট্যাগ দিয়ে বডি সেকশান গঠিত। Body Section এর দুটি ট্যাগই (<body> ও </body>) অপশনাল অর্থাৎ এদের ব্যবহার না করলেও হবে। একটি ওয়েব পেজের যাবতীয় কনটেন্ট (Image, Text, Table, Form, Frame, Paragraph, Heading Etc.) এই সেকশানে লিখতে হবে। <body> ট্যাগের সাথে মোট ছয়টি এট্রিবিউট ব্যবহার করে ওয়েব পেজকে আকর্ষণীয় করে তোলা হয়।

ক.bgcolor

খ.background

গ.text

ঘ.link

ঙ.vlink

চ.alink

ক.bgcolor এর ব্যাবহারঃ এই এট্রিবিউট ব্যবহার করে ওয়েব পেজের ব্যাকগ্রাউন্ডের রঙ পরিবর্তন করা যায়। যেমন- নিচের কোডটুকু লিখে color.html নামে সেভ করে আউটপুট দেখুনঃ

```
<html>
<head>
<title>Show a Background Color</title>
</head>
<body bgcolor="red">
<h1>Background Color is RED</h1>
</body>
```

</html>

এখানে <body bgcolor="RED"> ব্যবহারের ফলে ব্যাকগ্রাউন্ডের রঙ লাল হবে। একটি বিষয় লক্ষ করুন এখানে আমরা bgcolor="red" ব্যবহারের ফলে ব্যাকগ্রাউন্ডের রঙ পিওর লাল দেখাচ্ছে , কিন্তু আমরা যদি চাই একটু হালকা লাল দেখাক তবে আমরা কি করব? হা এটার সমাধান আছে। মোট তিনটি উপায়ে ওয়েব পেজে কালার সেট করা যায়, এ বিষয়ে নিম্নে আলোচনা করা হল-

এইচটিএমএল-এ রংয়ের ব্যবহারঃ

ওয়েব পেজে কালার সেট করার তিনটি পদ্ধতি আছে। ক্রমানুসারে নিম্নে এদের আলোচনা করা হল।

প্রথম পদ্ধতিঃ

সাধারন কিছু কালার যেমন কালো, সাদা, লাল, সবুজ, নীল আছে। এইচটিএমএল এ কালার ব্যবহার করার সময় সরাসরি এদের নাম লেখা যেতে পারে। নিচে ১৬টি মৌলিক কালারের নাম দেওয়া হলঃ

১৬টি মৌলিক কালার:

Black	Gray	Silver	White
Yellow	Lime	Aqua	Fuchsia
Red	Green	Blue	Purple
Maroon	Olive	Navy	Teal

দ্বিতীয় পদ্ধতিঃ

আমরা জানি মৌলিক রঙ তিনটি RED-GREEN-BLUE(RGB)। এ তিনটি মৌলিক রংয়ের সমন্বয়ে অন্যান্য রংয়ের সৃষ্টি। Red, Green এবং Blue এই তিনটি কালারের সমষ্টি হচ্ছে rgb । প্রত্যেকের মান ০(যখন কোন কালার থাকে না) হতে ২৫৫(যখন ঐ কালারটি সম্পুর্ন থাকে)। rgb ফরমেটটি হল rgb(RED,GREEN,BLUE)। নিচের উদাহরণ লক্ষ্য করুন-

Red, Green এবং Blue এর মান:

bgcolor="rgb(255,255,255)"	White
bgcolor="rgb(255,0,0)"	Red
bgcolor="rgb(0,255,0)"	Green
bgcolor="rgb(0,0,255)"	Blue

২৫৫ মানটি যেকোন প্রাথমিক কালারের মানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ।

তৃতীয় পদ্ধতিঃ

এইচটিএমএল -এ রংয়ের জন্য ছয় ডিজিটের একটি হেক্সাডেসিমাল কোড বাবহার করা হয়।আর কোডটি গঠিত হয় মৌলিক রংয়ের ক্রমানুসারে এবং প্রতিটি রঙের জন্য দুইটি ডিজিট রয়েছে।যেমনঃ"RRGGBB"-এখানে RR=Red;GG=Green;BB=Blue.। কোড লেখার সাধারণ নিয়ম হল-"#RRGGBB" অর্থাৎ প্রথমে একটা হ্যাশ সাইন (#) তারপর ক্রমান্বয়ে লাল রঙের জন্য দুইটা ডিজিট সবুজ রঙের জন্য দুইটা ডিজিট এবং সবশেষে নীল রঙের জন্য দুইটা ডিজিট। এবার আমরা জানব ডেসিমাল ও হেক্সাডেসিমাল নাম্বার কি?০ থাকে ৯ পর্যন্ত ১০ টি সংখ্যা ব্যবহার করে যে সংখ্যা গুলো গঠিত হয় তা হল ডেসিমাল নাম্বার এবং ০ থাকে ৯ ও A থেকে F পর্যন্ত ১৬ টি সংখ্যা ব্যবহার করে যে সংখ্যা গুলো গঠিত হয় তা হল হেক্সাডেসিমাল নাম্বার।

ডেসিমালঃ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

হেক্সাডেসিমালঃ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

----------রংয়ের গাঢ়ত্ব বাড়ছে। এক্ষেত্রে ০ হল যে কোন রঙের ক্ষেত্রে সরবনিম্ন মান আরF হল

সর্বোচ্চ মান।

উদাহরণঃ

bgcolor="#FFFFFF"

bgcolor="#0055AA"

[বিঃ দ্রঃ তৃতীয় পদ্ধতিটা হল উত্তম।আপনারা এটাই ব্যবহার করবেন]

এই কোডগুলো আপনাদের মনে রাখতে হবে না নেটে সার্চ করে অনেক কালার চার্ট পাবেন সেখান থেকে আপনার পছন্দের কালার কোডটি বসিয়ে দিলেই হবে। অথবা আপনি কালার পিকার সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারেন।

[বিঃ দ্রঃ এইচটিএমএল-এ যেখানে যেখানে কালার সেট করার দরকার হবে আমরা সবসময় উপরের তিনটি পদ্ধতি ব্যবহার করব।]

খ.background এর ব্যাবহারঃ এই এট্রিবিউট ব্যবহার করে ওয়েব পেজের ব্যাকগ্রাউন্ডে ইমেজ ব্যবহার করা হয়। ইমেজ ব্যবহারের পদ্ধতি হল-

<body background="ইমেজের নাম.ইমেজের ফরম্যাট" >

<body background="web.png" > এখানে web হল ইমেজের নাম আর .png হল তার ফরম্যাট।

যে ফোল্ডারে এইচটিএমএল ডকুমেন্টটি সেভ করা হয়েছে সেই ফোল্ডারে অবশ্যই ব্যাবহৃত ইমেজটি থাকতে হবে।

ওয়েবে ব্যবহৃত ইমেজ ফরমেটঃ

.gifGraphic Interchange Format (বহুল ব্যবহৃত)

.jpegJoint Photographic Experts Group (এর এক্সটেনশন হল .jpg)

.png Portable Network Graphic(.gif ও .jpeg এর পরেই এর অবস্থান)

.BMPWindows Bitmap.

গ.text এর ব্যাবহারঃ এই এট্রিবিউট ব্যবহার করে ওয়েব পেজের সকল টেক্সটের রঙ নির্ধারণ করা হয়। যেমনঃ <body text="GREEN"> ,এর ফলে <body> ও </body> ট্যাগের মধ্যে সকল টেক্সটের রঙ সবুজ দেখাবে।

ঘ.link এর ব্যাবহারঃ এই এট্রিবিউট ব্যবহার করে ওয়েব পেজের যাবতীয় হাইপারটেক্সট লিঙ্কের রঙ নির্ধারণ করা হয়।যেমনঃ<body link="BLUE"> ,এর ফলে ওয়েব পেজের যাবতীয় লিংকের রঙ নীল দেখাবে।

ঙ.vlink এর ব্যাবহারঃ যে গুলো হাইপারটেক্সট লিঙ্ক Already Visit করা হয়েছে তাদের রঙ নির্ধারণ করা হয় এই Attribute ব্যবহার করে। হয়।যেমনঃ<body vlink="RED"> ,এর ফলে Visited Link এর রঙ লাল দেখাবে।

চ.alink এর ব্যাবহারঃ বর্তমানে যে লিঙ্কের উপর কার্সর স্থাপন করা হয়েছে তার রঙ নির্ধারণ করা হয় এই Attribute ব্যবহার করে।যেমনঃ

<body alink="GREEN"> এর ফলে Link এর রঙ সবুজ দেখাবে।

ওয়েব পেজে কিভাবে লিঙ্ক ব্যবহার করা হয় আমরা তা লিঙ্ক সেকশানে বিস্তারিত আলোচনা করব।

বডি সেকশানে বিভিন্ন ট্যাগ ব্যবহার করে ওয়েব পেজে বিভিন্ন কনটেন্টকে প্রদর্শন ও তাদের সুন্দর করে সাজানো হয়। নিম্নে বিভিন্ন ট্যাগের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হলঃ

হেডিং ট্যাগ (<h1> থেকে </h6>):

হেডিং অর্থাৎ শিরোনাম, কোন বিষয়ের বা পারাগ্রাফের শিরোনাম ব্যবহার করতে এই ট্যাগ ব্যবহার করা হয়।
<h1>,<h2>,<h3>,<h4>,<h5>,<h6> এই ছয়টি ট্যাগ ব্যবহার করে শিরোনাম দেওয়া হয়।এদের ক্রম হলঃ h1>h2>h3>h4>h5>h6> অর্থাৎ

h1 ব্যবহার করলে বড় আকারের ফন্ট দেখা যাবে তারপর ক্রমান্যয়ে ছোট দেখা যাবে। সাধারণত শিরোনাম ওয়েব পেজের বাঁ পাশ ঘেষে থাকে। align এট্টিবিউট ব্যবহার করে এদের অবস্থান পরিবর্তন করা যায়।যেমনঃ

<html>

<body>

<h1 align="left">Left Alignment</h1> এটা ডিফল্ট।

<h2 align="right">Right Alignment</h2> হেডিং ওয়েব পেজের ডানদিকে দেখাবে।

<h3 align="center">Center Alignment</h3> হেডিং ওয়েব পেজের মাঝখানে দেখাবে।

<h4 align="justify">Justify Alignment</h4> হেডিং অনেক বড় হলে ওয়েব পেজের দুই পাশে সমপরিমান জায়গা ফাঁকা থাকবে।

</body>

</html>

প্যারাগ্রাফ ট্যাগ (….):

প্যারাগ্রাফ তৈরীর জন্য ..... ট্যাগ ব্যবহার করা হয়।এর শেষ ট্যাগ অপশনাল।প্যারাগ্রাফের অবস্থান ঠিক করার জন্য align এট্টিবিউট ব্যবহার করা হয়। যেমনঃ

Here a Paragraph

align="left"[ডিফল্ট হিসাবে left align থাকে এটা ব্যবহার না করলেও হবে]

align="right"[ওয়েব পেজের ডান মার্জিন বরাবর লাইনগুলো অবস্থান করবে]

align="center"[অবস্থান কেন্দ্রে,লাইনের ডান ও বাম প্রান্ত সমান হবে না]

align="justify"[প্যারাগ্রাফের লাইনের ডান ও বাম উভয় প্রান্ত সমান হবে]

প্যারাগ্রাফকে যথাযথভাবে কাস্টমাইজ করার জন্য আরওকিছু ট্যাগ ব্যাহার করা হয় যেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

ব্রেক ট্যাগ (<br>): একটি প্যারাগ্রাফ শেষে আরেকটি প্যারাগ্রাফ লিখতে নুতুন করে প্যারাগ্রাফ ট্যাগ ব্যবহার না করে
 ট্যাগ ব্যবহার করা যায়। এই ট্যাগকে লাইন ব্রেক ট্যাগ বলা হয় , কারণ এই ট্যাগ একলাইন ফাঁকা স্থান রেখে নুতুন লাইন তৈরি করে। শুধু প্যারাগ্রাফের জন্য না আপনি যে কোন স্থানে
 ট্যাগ দিয়ে লাইন ব্রেক তৈরি করতে পারেন। যেমন-

**<p> You can use a web page editor like Microsoft FrontPage, Adobe Dreamweaver or similar to create web pages. Webpage editor software works like Microsoft Word™ (a complicated editor program used for creating and editing pages of books, letters etc.)
 Second option is to learn html codes and write html pages in a simple text editor. As mention eerier, your codes will be seen as WebPages when viewed in a web browser.**

এর ফলে দুটি আলাদা আলাদা প্যারাগ্রাফ পাওয়া যাবে।

নন ব্রেকিং স্পেস( ) এর ব্যাবহারঃ

এইচটিএমএল-এ একাধিক স্পেস,ক্যারেজ রিটান (Enter Key), ট্যাব পরিবর্তিত হয়ে শুধু একটি স্পেস সৃষ্টি করে।তাই কোন টেক্সটের মাঝে অতিরিক্ত স্পেস সৃষ্টি করতে হলে   ব্যবহার করতে হবে। যতগুল   ব্যবহার করা হবে,ততগুলো স্পেস সৃষ্টি হবে।যেমনঃ

<p> Java script is an   interpreted object oriented promramming.</p>।এখানে তিনটি স্পেস তৈরি হবে।

হোয়াইট স্পেস <pre>…….</pre> ট্যাগের ব্যাবহারঃ

আমরা যদি   ব্যবহার করতে না চাই তবে <pre> ট্যাগ ব্যবহার করতে পারি।এই ট্যাগের মাঝে স্পেস,ক্যারেজ রিটান (Enter Key), ট্যাব পরিবর্তিত হয় না অর্থাৎ যতগুল স্পেস ব্যবহার করা হয় ততগুলো স্পেস তৈরি হয়। যেমনঃ

```
<pre>Hyper      Text Markup

                Language</pre>
```

```
Output:    Hyper     Text Markup

                          Language
```

এডভাইজারি টাইটেলঃ

কোন বিষয়ে একটি বিস্তারিত প্যারাগ্রাফ লিখলে ঐ বিষয়ের একটি শিরোনাম দেওয়া যেতে পারে এমনভাবে যে, ঐ প্যারাগ্রাফের উপর মাউস কার্সর রাখলে শিরোনামটি একটি আয়তাকার বাক্সে দেখা যাবে, যা দেখে ইউজার সহজে বুঝতে পারে প্যারাগ্রাফ এর বিষয়বস্তু কী। এ জন্য ব্যবহার করা হয় title এট্রিবিউট। উদাহরনঃ

```
<html>

<head>

<title> Use of title attribute in a paragraph tag</title>

</head>

<body>

<p title="HTML is a Markup Language">HTML is an acronym for HyperText Markup Language. HTML documents, the foundation of all content appearing on the World Wide Web (WWW), consist of two essential parts: information content and a set of instructions that tells a computer how to display that content. The computer application.That translates this description is called a Web browser. </p>

</body>

</html>
```

আউটপুটঃ দেখুন নিচের প্যারাগ্রাফের উপর যে কোন স্থানে মাউস কার্সর রাখলে একটি বক্সের মাঝে **"HTML is a Markup Language"** লেখাটি দেখাচ্ছে।

```
<html>

<head>

<title> Use of title attribute in a paragraph tag</title>

</head>

<body>

<p title="HTML is a Markup Language">HTML is an acronym for HyperText Markup Language. HTML documents, the foundation of all content appearing on the World Wide Web (WWW), consist of two essential parts: information content and a set of instructions that tells a computer how to
```

**display that content. The computer application.That translates this description is called a Web browser. **

</body>

</html>

<acronym> ট্যাগের ব্যাবহারঃ

ওয়েব পেজে কোন একটি বিশেষ শব্দের উপর কার্সর রাখলে ঐ শব্দ সম্পর্কে একটি তথ্য আয়তাকার বাক্সে দেখা যায়।<acronym> ট্যাগ ব্যবহার করে এই কাজটি করা হয়।যেমনঃ

<acronym title=" **HTML is a Markup Language**">HTML</acronym> is the basic markup language for web page.It is created by Tim Berners Lee.It is controlled by < acronym title="World Wide Web Connection">W3C</ acronym >

আউটপুটঃ

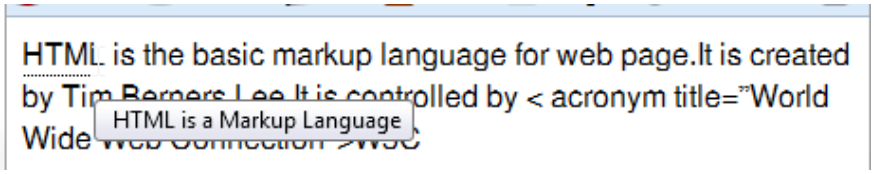

আনুভূমিক রেখা তৈরিঃ<hr> ট্যাগঃ

ওয়েবপেজে আনুভূমিক রেখা তৈরি করার জন্য <hr> ট্যাগ ব্যবহার করা হয়। এর কোন শেষ ট্যাগ নেই। নিম্নের এট্রিবিউটগুলো ব্যবহার করে এর আউটলুক পরিবর্তন করা যায়ঃ

*align:রেখার অবস্থান পরিবর্তন করতেঃ

align="center"[ডিফল্ট ভ্যালু]

align="left"

align="right"

*color: রেখার কালার নির্ধারণ করতে।

*size:রেখার উচ্চতা নির্ণয় করতে। এর মান পিক্সেলে হয়।

*width: রেখার প্রসস্ততা নির্ণয় করতে। এর মান শতকরা বা পিক্সেল উভয়ই হতে পারে।

উদাহরনঃ

<hr align="center" size="10" width="50" color="RED">

Marquee ট্যাগের ব্যাবহারঃ

আমরা বিভিন্ন নিউজ ওয়েব সাইটে দেখতে পাই যে , সাম্প্রতিক সংবাদগুলো পেজের একদিক থেকে অন্যদিকে যায় <marquee> ট্যাগ ব্যবহার করে এই কাজটি করা যায়।এক্ষেত্রে সাধারনত হেডিং বা প্যারাগ্রাফকে স্ক্রল করানো হয়।যেমনঃ

<marquee>আপনি যে লেখাগুলো স্ক্রল করতে চান তা এখানে লিখতে হবে</marquee>

marquee ট্যাগে ব্যবহৃত এট্রিবিউটগুলো হল-

direction="left"[লেখাগুলো ডান থেকে বামে যাবে]

direction="right"[বাম থেকে ডানে]

direction="up"[নিচ থেকে উপর]

direction="down"[উপর থেকে নিচে]

উদাহরণঃ

<marquee direction="right" scroll amount="2">HTML Is The Basic Of Web Design</marquee>

মন্তব্য যোগ করাঃ

এইচটিএমএল কোড আনেক বড় হলে সেখান থেকে প্রয়োজনীয় কোড খুজে বের করতে, পরিবর্তন করতে বা বুঝতে সমস্যা হয়।এ কারণে কোডের বিভিন্ন অংশে মন্তব্য যোগ করা যায়, যাতে খুব সহজে একজনইউজার বা ডেভলপার সহজে বুঝতে পারে।এই মন্তব্য ব্রাউজার বা ওয়েব পেজের উপর কোন প্রভাব ফেলে না অর্থাৎ মন্তব্যে যা লেখা হয় তা কেবল সোর্স কোডেই থাকে এর আউটপুট দেখা যায় না। মন্তব্য যোগ করার নিয়ম হলঃ

<!--Your Comment Here-->

একটি উদাহরণ দেখুন-

```
<html>

<body>

<h1> First Heading</h1>  <!--This is first heading-->

<p> HTML documents, the foundation of all content appearing on the World Wide Web (WWW), consist of two essential parts: information content and a set of instructions that tells a computer how to display that content. </p> <!--This is a paragraph about html-->

</body>

</html>
```

ডোমেইন কিংবা হোস্টিং

সেরা মানের প্রতিশ্রুতি নিয়ে

hostghor.com

অধ্যায়- পাঁচঃ ওয়েব পেজে ফন্টের ব্যবহার

ফন্টের ব্যবহারঃ …. ট্যাগঃ

ফন্ট ওয়েব পেজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি এলিমেন্ট। আকৃতি স্টাইল ভেদে ফন্টের যে বিচিত্রতা আসে তাকে ফন্টের প্রপার্টি বলা হয়। এ সকলপ্রপার্টির সার্থক প্রয়োগ দেখা যাবে CSS-এ। ফন্টের পরিপূর্ণ নিয়ন্তন পাওয়া যাবে HTML ও CSS ব্যবহারের মাধ্যমে। ফন্ট সংশ্লিষ্ট কাজ করার জন্য HTML -এ … ট্যাগ ব্যবহার করা হয়। এর সাথে color, face এবং size এট্রিবিউট ব্যবহার করে ফন্ট স্টাইল পরিবর্তন করা যায়। এ তিনটি উপাদানই ডেপ্রিকেটেড অর্থাৎ এর পরিবর্তে CSS ব্যবহার করা উত্তম।

i.Color এট্রিবিউটের ব্যবহারঃ

ফন্টের কালার নির্ধারণ করা হয় এই এট্রিবিউটের সাহায্যে। যেমনঃ

Some Text Here

ii.Face এট্রিবিউটের ব্যবহারঃ

ফন্টের আউটলুক নির্ধারণ করা হয় এই এট্রিবিউটের মাধ্যমে। তবে এমন ফন্টের নাম উল্লেখ করতে হবে যেন তা সব কম্পিউটারে থাকে। যেমনঃ

 Some Text Here ।

এখানে একাধিক ফন্টের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে কিন্তু তাদের মাঝে কমা ব্যবহার করতে হবে। যেমনঃ

 Some Text Here ।

iii.Size এট্রিবিউটের ব্যবহারঃ

ফন্টের আকার প্রকাশ করা হয় পয়েন্ট হিসাবে। একপয়েন্ট হল ১/৭২ ইঞ্চির সমান। ডিফল্ট হিসাবে এর মান থাকে ১২ পয়েন্ট। এর সাথে + বা - চিহ্ন সহ ১ থেকে ৭ পর্যন্ত সংখ্যা ব্যবহার করে ফন্টের আকার পরিবর্তন করা যায়। প্রতি মাত্রা যোগে ফন্ট সাইজ দুই পয়েন্ট করে পরিবর্তিত হয়।উদাহরনঃ

১. Web development[এর মান ১৪ পয়েন্ট]

২.Web development [এর মান ৮ পয়েন্ট]

হিসাবটা মনে হয় অনেকেই বুঝতে পারছেন না; একটু আলোচনা করা যাক-

ডিফল্ট মান ১২+ (size=এখানে যা দিবেন*২)

১ নং এর জন্য হিসাব করা যাক- ১২+(১*২)= ১২+২=১৪

২ নং এর জন্য হিসাব করা যাক- ১২+(-২*২)= ১২-৪=৮

Size Attribute নিয়ে একটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হলঃ

```
<html>
<head>
</title>Font Size</title>
</head>
<body>
<font face="arial" size="-2"> Error! Hyperlink reference not valid.>
<font face="arial" size="-1" > www.webtechnologyblog.com </font><br>
<font face="arial" > www.webtechnologyblog.com </font><br>
<font face="arial" size="+1" > www.webtechnologyblog.com </font><br>
<font face="arial" size="+2"> www.webtechnologyblog.com </font><br>
<font face="arial" size="+3" > www.webtechnologyblog.com </font><br>
<font face="arial" size="+4" > www.webtechnologyblog.com </font><br>
</body>
</html>
```

প্রদর্শনঃ

<u>সবগুলো এট্রিবিউট ব্যবহার করে একটি কোড নিচে দেওয়া হলঃ</u>

```
<p>
<font size="5" face="arial" color="red">
This paragraph is in Arial, size 5, and in red text color.
</font>
</p>

<p>
<font size="3" face="verdana" color="blue">
This paragraph is in Arial, size 5, and in red text color.
</font>
</p>
```

<u>কিছু ট্যাগ ব্যবহার করে টেক্সটের স্টাইল পরিবর্তন করা যায়। যেমনঃ</u>

<u>*ইটালিক দেখাতেঃ</u>

i.<I>Some Text Here</I>

ii.<address>Some Text Here</address>

iii.<cite>Some Text Here</cite>

***বোল্ড দেখাতেঃ**

i.<B> Some Text Here</B>

ii.<EM>Emphasized Text</EM>

iii. Some Text Here

*আন্ডারলাইন দেখাতেঃ

<U> Some Text Here</U>

*বোল্ড + ইটালিক + আন্ডারলাইন দেখাতেঃ

<B><I><U> Some Text Here</U></I></B>

*অন্যান্যঃ

1.<blockquote> ..</blockquote> [উদ্ধৃতি প্রকাশ করার জন্য]

2.<Q>.....</Q> [ইনলাইনে উদ্ধৃতি প্রকাশ করার জন্য]

3.<dfn>Definition</dfn>[কোন ডেফিনেশান দেয়ার জন্য]

4.<samp>Sample Computer Code Text</samp>

5.<kbd>keyboard</kbd>

6.<var>Variable</var>

7.<code>.....</code>[Programming code বুঝানোর জন্য]

8.<sample>Program এর Sample Output</sample>

9.<strike>মাঝ বরাবর দাগ</strike>

10.<big>Text Font বড় দেখার জন্য</big>

11.<small> Text Font ছোট দেখার জন্য

12.<TT>টাইপরাইটারের মত দেখতে **</TT>**

13.<blink>Text জ্বলা নেভা করার জন্য</blink>

14.<sub>:H₂O[Output:H_2O]

15.<sup>a²+b₂[Output(a^2+b^2)]

জেনারিক ফন্ট ফ্যামেলির ব্যবহারঃ

বিভিন্ন ফন্ট ব্যবহার করে ডকুমেন্টকে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। কিন্তু এর একটি বড় সমস্যা হল আপনার ব্যবহৃত ফন্টটি ইউজারের কম্পিউটারে নাও থাকতে পারে। এঅবস্থায় ইউজার আপনার ডকুমেন্টটি দেখতে পারবে না। এতে করে ওয়েব সাইট তৈরির উদ্দেশ্য ব্যহত হবে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য কম্পিউটারে ব্যবহৃত সকল ফন্টসমূহকে কয়েকটি জেনারিক ফন্ট ফ্যামিলিতে ভাগ করা হয়েছে। ওয়েব পেজে আপনার ব্যবহৃত ফন্টটি যদি ইউজারের কম্পিউটারে নাও থাকে আর যদি আপনি জেনারিক ফন্ট ফ্যামিলির নাম উল্লেখ করেন তবে ঐ ফ্যামেলির মধ্য থেকে একটি ফন্ট বেছে নেওয়া হবে।একই ফ্যামেলির ফন্ট দেখতে প্রায় কাছাকাছি। আমরা এখন ফন্ট ফ্যামেলির সাথে পরিচিত হব। পাঁচটি জেনারিক ফন্ট ফ্যামেলির নাম হলঃ

I.cursive

Ii.fantasy

Iii.monospace

Iv.sans-serif

v.serif

নিচের উদাহরণে সবকটি ফন্ট ফ্যামিলির ব্যবহার দেখানো হলঃ

```
<html>
<head>
<title>Generic Font Families</title>
</head>
<body>
<h3> Generic Font Families</h3>
<p style="font-family:serif; font-size:14pt;">serif family</p>
<p style="font-family:sans-serif; font-size:14pt;">sans-serif family</p>
<p style="font-family:cursive; font-size:14pt;">cursive family</p>
<p style="font-family:fantasy; font-size:14pt;">fantasy family</p>
<p style="font-family:monospace; font-size:14pt;">monospace family</p>
```

</body>

</html>

প্রদর্শনঃ

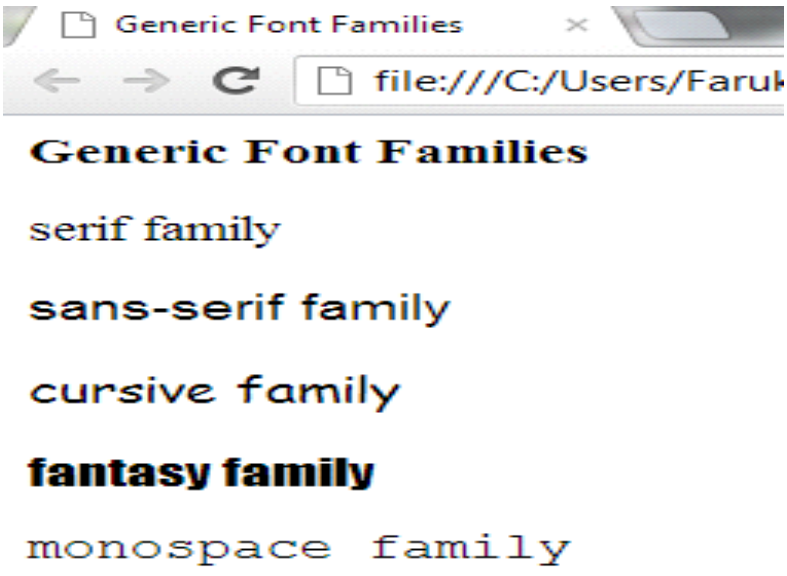

বিশেষ অক্ষরসমূহ (HTML Entities):

কিছু অক্ষর রয়েছে যেগুলো সরাসরি HTML কোডের মাঝে লেখা যায় না।যেমনঃ (&,"",<>)।আবার কিছু অক্ষর রয়েছে যেগুলো কীবোর্ড দিয়ে লেখে যায় না। যেমনঃ(∞,μ,α,Ů,μ ইত্যাদি)। এসব ক্ষেত্রে কিছু কোড ব্যবহার করা হয় যাদেরকে বলা হয় Entity Code।প্রতিটা অক্ষরের দুই ধরণের Entity Code রয়েছে -সংখ্যাগত ও শব্দগত।যেমনঃ μ এর Entity Code হল-

সংখ্যাগত	শব্দগত
&#956 ;	μ

কিছু Entity Code নিম্নে দেওয়া হলঃ

অক্ষর	সংখ্যাগত মান	শব্দগত মান
"	"	#quot;
<	<	<
>	>	>
&	&	&
®	®	®
©	©	©
μ	μ	μ

♥	♥	♥
♠	♠	♠
♣	♣	♣
♦	♦	♦

নেটে সার্চ করে আপনি আপনার প্রয়োজনীয় Entity Code সংগ্রহ করে নিতে পারেন।

এইচটিএমএল উপাদানের শ্রেণীবিভাগঃ

এইচটিএমএল-এর সকল উপাদানসমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।যথাঃ

১.ব্লক লেভেলঃ এরা ব্লক আকারে থাকে এবং এদের আগে পরে লাইন ব্রেক তৈরি হয়। যেমনঃ দুটি প্যারাগ্রাফ ট্যাগকে একই লাইনে লিখলে তাদের আউটপুট আলাদা আলাদা লাইনে দেখা যাবে। উদাহরণের সাহায্যে দেখানো হল-

First Paragraph Second Paragraph

আউটপুটঃ

First Paragraph

Second Paragraph

অর্থাৎ এরা নিজেরা একটি করে ব্লক তৈরি করেছে। এইচটিএমএল-এ ,<h1> থেকে <h6>, <hr> ইত্যাদি হল ব্লক লেভেল এলিমেন্ট।

২.টেক্সট লেভেলঃ এরা একলাইনে থাকতে পারে। এদের আগে পরে লাইন ব্রেক তৈরি হয় না। ব্লক লেভেল এলিমেন্ট বাদে সকল এলিমেন্টই টেক্সট লেভেল এলিমেন্ট।

নেস্টিং নিয়ে কিছু কথাঃ

একউপাদানের মাঝে অন্য উপাদান স্থাপন করাই হল নেস্টিং। নেস্টিং কতোগুলো নিয়ম মেনে চলে।যেমন-

১.প্রতিটি উপাদান পুরপুরি নেস্টেড হতে হবে।যেমন-

<B>HTML এটা ভুল কারণ <B> ট্যাগ শেষ হয় নাই।

২.নেস্টেড ক্রম সঠিক হতে হবে। যেমন-

<B>HTML </B> এটা ভুল কারণ <B> ট্যাগ ক্রম মেনে চলে নাই।

৩.ব্লক লেভেল উপাদানকে অন্য ব্লক লেভেল উপাদানের মাঝে নেস্টেড করা যেতে পারে।যেমনঃ

html is the basic of <h1>Web Design</h1>

4.ব্লক লেভেল উপাদানকে টেক্সট লেভেল উপাদানের মাঝে নেস্ট করা যাবে না।যেমনঃ

<B>Something Paragraph here </B> এটা ভুল।

ক্রিকেট নিয়ে চলতি সাধারণ তথ্য

www.cricketw.com

অধ্যায়-ছয়ঃ ওয়েব পেজে লিস্ট তৈরি

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন কাজের জন্য লিস্ট তৈরি করতে হয়। যেমন- বাজার লিস্ট, বইয়ের লিস্ট , কেনাকাটার লিস্ট ইত্যাদি। বিভিন্ন সংখ্যা বা প্রতীক দিয়ে এই লিস্ট তৈরি করা হয়। ঠিক তেমনি তথ্যাবলীকে ওয়েব পেজে সুন্দরভাবে উপস্থাপনের জন্য লিস্ট এলিমেন্ট (<li>....) ব্যবহার করা হয়। .... ট্যাগ ব্যবহার করে তথ্যাবলীর লিস্ট তৈরি করা হয়। এর শেষ ট্যাগ অপশনাল। তিন প্রকারের এইচটিএমএল লিস্ট বিদ্যমান। ট্যাগ দিয়ে শুরু ধারাবাহিক বা অরডারড লিস্ট(ordered list), <ul> ট্যাগ দিয়ে শুরু করে ধারাবাহিকতাহীন বা আনঅরডারড লিস্ট এবং <dl> ট্যাগ দিয়ে শুরু করে সংজ্ঞামূলক লিস্ট(definition list)। তবে ordered ও unordered list-ই হল HTML-এর প্রধান লিস্ট। আমরা এখানে এই দুটি নিয়েই আলোচনা করব-

1. - ordered list(Numbered List)

2. - unordered list(Bulleted List)

ক. ক্রমিক লিস্ট (Ordered List):

তথ্যাবলীকে সিরিয়াল নাম্বার অনুসারে উপস্থাপনের জন্য Ordered List ব্যবহার করা হয়। এটি একটি ব্লক লেভেল উপাদান। Ordered List প্রকাশ করা হয় .... ট্যাগের মাধ্যমে। এর সাথে type এট্রিবিউট ব্যবহার করে নির্ধারণ করা হয় সিরিয়াল নাম্বার কেমন হবে। নিচের উদাহরণটি দেখুনঃ

```
1  <html>
2  <body>
3  <h4>An Ordered List:</h4>
4  <ol>
5    <li>Coffee</li>
6    <li>Tea</li>
7    <li>Milk</li>
8  </ol>
9  </body>
10 </html>
```

কোড বিশ্লেষণঃ

১. প্রথমে নির্ধারণ করে দিতে হবে যে লিস্টের ধরন কেমন হবে। ৪ নম্বর লাইনে আমরা নির্ধারণ করে দিয়েছি যে আমাদের তৈরি লিস্ট হবে ক্রমিক লিস্ট তাই আমরা .... ট্যাগ ব্যবহার করেছি।

২. এরপর যে আইটেমগুলোর লিস্ট তৈরি করব তাদেরকে ... ট্যাগের মাঝে রাখতে হবে। এবার আউটপুট দেখুন-

An Ordered List:

- Coffee
- **Tea**
- Milk

উপরের আউটপুট লক্ষ করুন এখানে লিস্টগুলো তৈরি হয়েছে ১,২,৩... ক্রমানুসারে, এটা ডিফল্ট। কিন্তু আমরা যদি চাই আমাদের লিস্টগুলো a,b,c....বা i,ii,iii....ক্রমানুসারে হোক তবে আমরা কি করব? হা এই কাজের জন্য রয়েছে আরওচার প্রকারের ধারাবাহিক লিস্ট(ordered list) রয়েছে। এগুলো সাধারন ১,২,৩ নম্বরের পরিবর্তে রোমান নম্বর বা বর্ণ হতে পারে তা বড় হাতের বা ছোট হাতের। type এট্রিবিউট ব্যবহার করে নম্বর পরিবর্তন করা হয়-

1.<ol type="a"> // a,b,c...এই ক্রমে দেখাবে।

2.<ol type="A"> //A,B,C... এই ক্রমে দেখাবে।

3.<ol type="i"> // i,ii,iii... এই ক্রমে দেখাবে।

4.<ol type="I">// I,II,III... এই ক্রমে দেখাবে।

নিচের উদাহরণ দেখুনঃ

```
<body>
<h4>Letters list:</h4>
<ol type="A">
 <li>Apples</li>
 <li>Bananas</li>
</ol>

<h4>Lowercase letters list:</h4>
<ol type="a">
 <li>Apples</li>
 <li>Bananas</li>
</ol>
<h4>Roman numbers list:</h4>
<ol type="I">
 <li>Apples</li>
 <li>Bananas</li>
 </ol>
<h4>Lowercase Roman numbers list:</h4>
<ol type="i">
 <li>Apples</li>
 <li>Bananas</li>
 </ol>
</body>
```

নিচের মত ফলাফল দেখাবেঃ

Letters list:

- Apples
- Bananas

Lowercase letters list:

- Apples
- Bananas

Roman numbers list:

- Apples
- Bananas

Lowercase Roman numbers list:

- Apples
- Bananas

Start এট্রিবিউট দিয়ে নিজের ইচ্ছানুযায়ী নম্বর হতে লিস্ট শুরু করা যায়। যেমন-

```
<ol start="4" >
<li>Buy Food</li>
<li>Enroll in College</li>
<li>Get a Degree</li>
</ol>
```

প্রদর্শন:

4.Buy Food
5.Enroll in College
6.Get a Degree

খ. আনঅডার(Unordered List)

এ ধরনের লিস্টে কোন Serial Number থাকে না , এর পরিবর্তে বিভিন্ন Symbol ব্যবহার করা হয়। ... ট্যাগ ব্যবহার করে Unordered List প্রকাশ করা হয়। Type Attribute ব্যবহার করে বিভিন্ন Symbol দেওয়া হয়।নিচের উদাহরণ দেখুনঃ

```
<html>
<body>
<h4>An Unordered List:</h4>
<ul>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ul>
</body>
</html>
```

প্রদর্শন:

An Unordered List:

- Coffee
- Tea
- Milk

 ট্যাগের সাহায্যে বুলেট লিস্ট তৈরী করা হয়। বুলেট লিস্ট আবার তিন প্রকার যেমন ১. squares(■) ২.disc ৩.circles(○)। default হিসাবে সাধারনত full discs ব্যবহার করা হয়। ট্যাগের সাথে type এট্রিবিউট ব্যবহার করে বিভিন্ন সিম্বল দেওয়া যেতে পারে। যেমন-

<ul type="square">

 type="dics">

 type="circle">

নিচের উদাহরণটি দেখুনঃ

```
<body>
<h4>Disc bullets list:</h4>
<ul type="disc">
 <li>Apples</li>
 <li>Bananas</li>
</ul>
<h4>Circle bullets list:</h4>
<ul type="circle">
 <li>Apples</li>
 <li>Bananas</li>
</ul>
<h4>Square bullets list:</h4>
<ul type="square">
 <li>Apples</li>
 <li>Bananas</li>
</ul>
</body>
```

প্রদর্শনঃ

Disc bullets list:

- Apples
- Bananas

Circle bullets list:

- Apples
- Bananas

Square bullets list:

- Apples
- Bananas

নেস্টেড লিস্টঃ

```
<html>
<body>
<h4>A nested List:</h4>
<ul>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea
    <ul>
    <li>Black tea</li>
    <li>Green tea</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Milk</li>
</ul>
</body>
</html>
```

প্রদর্শনঃ

A nested List:

- Coffee
- Tea
    - Black tea
    - Green tea
- Milk

```
<html>
<body>

<h4>A nested List:</h4>
<ul>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea
    <ul>
    <li>Black tea</li>
    <li>Green tea
      <ul>
      <li>China</li>
      <li>Africa</li>
      </ul>
    </li>
    </ul>
  </li>
  <li>Milk</li>
</ul>
</body>
</html>
```

A nested List:

- Coffee
- Tea
  - Black tea
  - Green tea
    - China
    - Africa
- Milk

ডোমেইন কিংবা হোস্টিং

সেরা মানের প্রতিশ্রুতি নিয়ে

hostghor.com

অধ্যায়-সাতঃ ওয়েব পেজে ইমেজের ব্যবহার

প্রায় সকল ওয়েব সাইটেই কিছু না কিছু ইমেজ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ইমেজ ব্যবহারে ওয়েব পেজটি দৃষ্টিনন্দন ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। ওয়েব পেজকে সুন্দর করে সাজাতে যেমন বিভিন্ন স্টাইলেরে ফন্ট, আকর্ষণীয় ব্যাকগ্রাউন্ড কালার প্রয়োজন তেমনি ইমেজের গুরত্বও অনেক। ওয়েব পেজকে সুন্দর করে সাজাতে ইমেজ ব্যবহার করা হয়। <img> ট্যাগ ব্যবহার করে ওয়েব পেজে ইমেজ সংযুক্ত করতে হয়।এর কোন শেষ ট্যাগ নেই, তবে এর সাথে src এট্রিবিউট ব্যবহার করে ইমেজ লকেশান জানিয়ে দিতে হয়। যেমন-

<img src="ইমেজের লোকেশান/ইমেজের নাম.(ডট)ইমেজের ফরম্যাট">

<img src="image/web.jpg">

এখানে বুঝানো হচ্ছে যে Image নামক ফোল্ডারে এ web.jpg নামে একটি ইমেজ রয়েছে।

কিন্তু আপনি যে ফোল্ডারে HTML ফাইলটি সেভ করেছেন সেখানেই যদি ইমেজটি রাখেন তবে ইমেজের লোকেশান দেখাতে হবে না। যেমন-

<img src="web.jpg">

এভাবে ইমেজ ব্যবহার না করে সরাসরি কোন ওয়েব সাইটের ইমেজ গ্যালারি থাকে ইমেজ লোকেশান জানিয়ে দেওয়া যেতে পারে। যেমনঃ

<img src="http://www.image.google.com/ html/html5.jpg">

<img> ট্যাগে আরওকিছু এট্রিবিউট ব্যবহার করা হয় যেগুলো নিচে আলোচনা করা হল-

ক.widthও height এট্রিবিউটের ব্যবহারঃ

ওয়েব পেজে একটি ইমেজ কি পরিমান জায়গা নিয়ে প্রদর্শিত হবে তা নির্দেশ করা হয় <img> ট্যাগের width ও height এট্রিবিউট এর মাধ্যমে। এদের মান প্রকাশ করা হয় পিক্সেলে। width ও height এট্রিবিউট ব্যবহারের ফলে ওয়েব পেজ দ্রুত লোড হয় কারণ ব্রাউজারকে নুতন করে ইমেজ সাইজ বের করতে হয় না। width ও height এট্রিবিউট ব্যবহার করে ছোট ইমেজকে বড় এবং বড় ইমেজকে ছোট করা যায়। ব্যবহারবিধিঃ

<img src="image/web.jpg "width="300" height="200">

খ. Align এট্রিবিউটের ব্যবহারঃ

ইমেজের অবস্থান নিদিষ্ট করতে align এট্রিবিউট ব্যবহার করা হয়। যেমনঃ

<img src="html.jpg" align="left">

টেক্সটের মাঝে ইমেজ ব্যবহার করেত হলে align এট্রিবিউটের নিম্নোক্ত ভ্যালু গুলো ব্যবহার করা হয়ঃ

*align="top"[টেক্সটের অবস্থান ইমেজের উপর দিকে]

*align="middle"[টেক্সটের অবস্থান ইমেজের মাঝ বরাবর]

*align="bottom"[টেক্সটের অবস্থান ইমেজের নিচের দিকে]

.....

*align="left"[ইমেজের অবস্থান ওয়েব পেজের বাম দিকে]

*align="right"[ইমেজের অবস্থান ওয়েব পেজের ডান দিকে]

গ. Border এট্রিবিউটের ব্যবহারঃ

ডিফল্ট হিসেবে ইমেজের কোন বর্ডার থাকে না। ইমেজ বর্ডার তৈরি করতে এই এট্রিবিউট ব্যবহার করা হয়। বর্ডারের রঙ ডিফল্ট হিসেবে কালো থাকে এ রঙ পরিবর্তন করা যায় না তবে রং পরিবর্তনের কাজটি স্টাইলশীটের মাধ্যমে করা যায়।এর মান ধরা হয় পিক্সেলে। ব্যবহারবিধিঃ

<img src="faruk.png" border="4">

ঘ. hspace ও vspace এট্রিবিউটের ব্যবহারঃ

প্যারাগ্রাফের মাঝে ইমেজ থাকলে টেক্সট থেকে ইমেজের আনুভূমিক দূরত্ব (উভয়পাশ/দুপাশে)নির্দেশ করা হয় hspace এবং উলম্ব দূরত্ব(উপরে ও নিচে) নির্দেশ করা হয় vspace এট্রিবিউট ব্যবহার করে।যেমনঃ

Use of hspace and vspace Attribute <img src="wp.jpg" hspace="20" vspace="10">

ঙ. Alt এট্রিবিউটের ব্যবহারঃ

কোন কারণে ব্রাউজার যদি ইমেজ প্রদর্শনে ব্যর্থ হয় বা ইউজার ইমেজ বন্ধ করে রাখে বা ধীরে পেজ লোড হবার কারণে যদি ইমেজ লোড না হয় তবে ইমেজের স্থলে একটি লোগো বা বক্স বা আইকনদেখা যায়,যার উপর কার্সর রাখলে ইমেজ সম্পর্কে টুলটিপের মধ্য একটি তথ্য পাওয়া যায় বা সরাসরি টেক্সট দেখা যায়। alt এট্রিবিউট ব্যবহার করে এই কাজটি করা হয়।যেমনঃ

<img src="joomla.jpg" alt="joomla admin panel picture">

<img src="photo.jpg" alt="my photo with my friends">

ইমেজের স্থলে যদি alt এট্রিবিউট -এ ব্যবহৃত টেক্সটটি দেখায় এবং সেটা যাতে মূল টেক্সটের সাথে মিশে না যায় সে কারণে টেক্সটটিকে বন্ধনীর মধ্য রাখা যেতে পারে।যেমনঃ

<img src="joomla.jpg" alt="[joomla admin panel picture]">

আরআমরা যদি এই টেক্সটকে বিভিন্ন টেক্সট স্টাইলে রুপ দিতে চাই তবে <img> ট্যাগকে ঐ ট্যাগের মাঝে নেস্টেড করতে হবে। যেমনঃ

<I><img src="joomla.jpg" alt="joomla admin panel picture"></I>

<img> ট্যাগের সাথে title এট্রিবিউট -এর মাধ্যমে এডভাইজারি টাইটেল ব্যবহার করা যায়। এর ফলে মাউসওভারের সময় Alt টেক্সটের পরিবর্তে title এট্রিবিউটের টেক্সট দেখাবে। যেমনঃ

** <img src="mmm.png" title="HTML A Markup Language">**HTML is an acronym for **H**yper**T**ext **M**arkup **L**anguage. H**TML documents**, the foundation of all content appearing on the **World Wide Web (WWW)**, consist of two essential parts: information content and a set of instructions that tells a computer how to display that content. The computer application.That translates this description is called a **Web browser**.

আউটপুটঃ

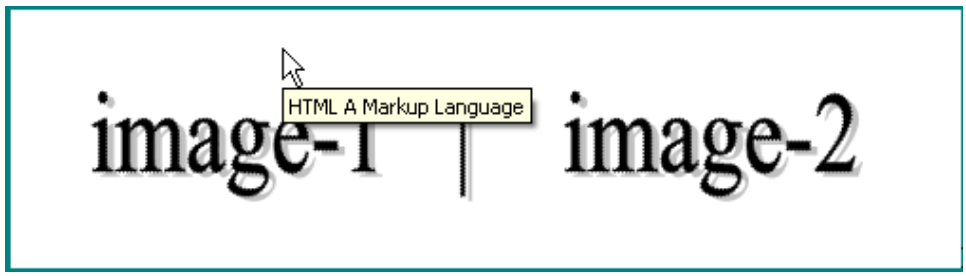

সতর্কতাঃ

১.ওয়েব পেজে মাত্রাতিক্ত ইমেজ ব্যবহার করবেন না।

২.অনেক বড় সাইজের ইমেজ ব্যবহার করবেন না।

৩. Width ও height এট্রিবিউটের মাধ্যমে ইমেজ সাইজ নিদিষ্ট করার চেয়ে

নিদিষ্ট সাইজের ইমেজ আপলোড করুন।

৪.alt এট্রিবিউট ব্যবহার করুন।

৫.ওয়েবে ইমেজ আপলোড করলে তার কোয়ালিটি কিছুটা খারাপ হয়ে যায়

তাই বেশি খারাপ মানের ইমেজ আপলোড করবেন না।

৬.একইপেজে একসাথে অনেকগুলো ইমেজ ব্যবহার করবেন না।

অধ্যায়-আটঃ ওয়েব পেজে লিংক তৈরি

হাইপারলিংকঃ <a>…. ট্যাগঃ

লিংক হল ওয়েব সাইটের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এইচটিএমএল-এর মাধ্যমে আমরা একটি করে ওয়েব পেজ তৈরি করি কিন্তু সেগুলো একত্র করা হয় লিংক ট্যাগের সাহায্যে; এছাড়াও একটি ওয়েব সাইটের সাথে অন্য আরেকটি ওয়েব সাইটের সংযোগ করা হয় লিংক ট্যাগের মাধ্যমে।ওয়েব পেজের কোন লিংকে ক্লিক করে অন্য যে কোন পেজে যাওয়া যায়। অ্যাংকর ট্যাগ (<a>... ট্যাগ) এর সাহায্যে লিংক তৈরী করা হয়। শুধু টেক্সট নয় আপনি চাইলে একটা মেইল এড্রেসের উপর লিংক দিতে পারেন,একটা ছবির উপর লিংক দিতে পারেন,বড় কোন ওয়েব পেজের সুচিপত্র তৈরী করে এর আইটেমগুলিতে লিংক দিতে পারেন ইত্যাদি।লিংক ট্যাগের সাথে href, title, ও target এট্রিবিউট ব্যবহার করা হয়। লিংক ট্যাগের সাধারণ রূপটি হল-

 ব্রাউজারে যা দেখাতে চান, যার উপর ক্লিক করলে গন্তব্য পেজে যাওয়া যাবে ।একটি উদাহরণ দেখুন-

Google Home

এর ফলে আমরা ডকুমেন্টে Google Home লেখাটি দেখতে পাব, যাতে ক্লিক করলে www.google.com ওয়েব সাইটে যাওয়া যাবে।

এঙ্কর ট্যাগের সাথে ব্যবহৃত এট্রিবিউটগুলো নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলঃ

ক.href(হাইপারটেক্সট রেফারেন্স) এট্রিবিউটের ব্যাবহারঃ

টার্গেট পেজের লোকেশান (URL) নির্ধারণ করা হয় এই এট্রিবিউটের মাধ্যমে। যেমনঃ

Facebook

ব্রাউজারে শুধু Facebook দেখা যাবে,যার উপর ক্লিক করলে www.facebook.com ওয়েবে প্রবেশ করা যাবে।

Hypertext reference হতে পারে Internal, Local, Global ।

১.ইন্টারনাল(Internal): একই পেজের মধ্যে লিংক তৈরী করতে ইন্টারনাল হাইপারটেক্সট রেফারেন্স ব্যবহার করা হয়। এ বিষয়ে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২.লোকাল(Local): আমরা জানি এইচটিএমএল-এর মাধ্যমে শুধু একটি করে ওয়েব পেজ তৈরি করা যায়। আরএভাবে অনেকগুলো পেজ তৈরি করে একটির সাথে অন্যটি সংযুক্ত করে একটি সম্পূর্ণ ওয়েব সাইট তৈরি করা হয়। আরএই কাজটি অর্থাৎ ওয়েব সাইটের বিভিন্ন পেজের সাথে আন্তসংযোগ গড়ে তোলা হয় লোকাল হাইপারটেক্সট রেফারেন্সের মাধ্যমে। যেমন- আপনি আপনার ওয়েব সাইটের হোম পেজের জন্য index.html, About Us পেজের জন্য about.html; Blog পেজের জন্য blog.html; Tutorial পেজের জন্য tutorial.html ইত্যাদি নামে বিভিন্ন পেজ তৈরি করলেন। এখন আপনি চাইলেন হোম পেজের সাথে অন্যান্য পেজেকে সংযুক্ত করবেন; এই কাজটি করার জন্য index.html ফাইলে নিচের মত কোডিং লিখুন-

 About Us

 Blog

 Tutorial

[বিঃ দ্রঃ সকল এইচটিএমএল ফাইলকে এখানে একই ফোল্ডারে রাখা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। আলাদা আলাদা ফোল্ডারে রাখলে সেক্ষেত্রে ডিরেকটরি উল্লেখ করে দিতে হবে]

৩.গ্লোবাল(Global): এই পদ্ধতিতে একটি ওয়েব সাইটের সাথে অন্যকোন ওয়েব সাইটের সংযোগ করা হয়। যেমন- আপনি যদি আপনার ওয়েব সাইটে ফেসবুকের লিংক দিতে চান তবে index.html ফাইলে নিচের মত কোডিং লিখুন-

Facebook

খ. Title এট্রিবিউটের ব্যাবহারঃ

হাইপারলিঙ্কের সাথে title এট্রিবিউট ব্যবহার করে ইউজারকে তার গন্তব্য পেজ সম্পর্কে আগেই ধারণা দেওয়া যেতে পারে একটি টুলটিপ মেসেজের মাধ্যমে। যেমনঃ

<a href="http://www.WebTechnologyBlog.com" title="নিজেকে গড়ে তুলুন প্রযুক্তির সাথে....."> < a>

এখন লিঙ্কের উপর মাউসওভার করলে "নিজেকে গড়ে তুলুন প্রযুক্তির সাথে....." এই লেখাটি টুলটিপ হিসেবে দেখা যাবে। এটাকে এডভাইজারি টাইটেলও বলা হয়।

গ. Target এট্রিবিউটের ব্যাবহারঃ

লিংকে ক্লিক করলে নতুন পেজেটি বর্তমান পেজে Open হবে নাকি নতুন Window তে Open হবে তা নির্ধারণ করা হয় target এট্রিবিউটের মাধ্যমে। target এট্রিবিউট সাধারণত ফ্রেমযুক্ত ওয়েব পেজে ব্যবহৃত হয় , তবে সাধারণ ওয়েব পেজেও এটা ব্যবহার করা যায়।কোন এট্রিবিউট ব্যাবহের না করলে বর্তমান পেজেই টার্গেট পেজেটি ওপেন হবে।উদাহরণঃ

Facebook

এর ফলে নতুন Window তে Open হবে

Facebook

এর ফলে বর্তমান পেজে Open হবে।

ইন্টারনাল লিংক তৈরিঃ

ইন্টারনাল লিঙ্কের মাধ্যমে কোন শব্দগুচ্ছ একই পেজের অন্য কোন অংশ কিংবা অন্য কোন পেজের নিদিস্ট কোন অংশের সাথে সংযোগ গড়ে তোলে। একটু আগে আমরা জেনে আসলাম যে কিভাবে একটি ওয়েব সাইটের বিভিন্ন পেজের সাথে লিংক তৈরি করা হয়। এবার আমরা জানব কিভাবে একটি পেজের ভিতর বিভিন্ন অংশের সাথে লিংক তৈরি করা যায়। একটি ওয়েব পেজ যখন অনেক বড় হয় তখন এই কাজটি করা হয়। যেমন-উইকিপিডিয়াতে (http://en.wikipedia.org) আপনি যদি "HTML" লিখে সার্চ করেন তবে একটি অনেক বড় ডকুমেন্ট দেখতে পারবেন। ঐ পেজের প্রথমের দিকে নিচের মত একটি বক্স দেখতে পাবেন। ঐ পেজের যাবতীয় কনটেন্টগুলোর হেডিং বক্সের মাঝে দেখতে পারবেন। এখন আপনি যে হেডিং-এর উপর ক্লিক করবেন ঐ কনটেন্ট পেজের যেখানে আছে তা আপনার সামনে দৃশ্যমান হবে। যদি ঐ কনটেন্ট পেজের একদম নিচে থাকে তবে তা মনিটরের ভিজিবল এরিয়াতে চলে আসবে। আসুন দেখি এই কাজটা কিভাবে করা যায়-

Contents [hide]

1 History
- 1.1 Development
- 1.2 Version history of the standard
  - 1.2.1 HTML version timeline
  - 1.2.2 HTML draft version timeline
  - 1.2.3 XHTML versions

2 Markup
- 2.1 Elements
  - 2.1.1 Element examples
  - 2.1.2 Attributes
- 2.2 Character and entity references
- 2.3 Data types
- 2.4 Document type declaration

3 Semantic HTML

4 Delivery
- 4.1 HTTP
- 4.2 HTML e-mail
- 4.3 Naming conventions
- 4.4 HTML Application

5 Current variations
- 5.1 SGML-based versus XML-based HTML
- 5.2 Transitional versus strict

প্রথমে ডকুমেন্টের কোন অংশকে(হেডিংকে) বুকমার্ক/চিহ্নিত করার জন্য <a> ট্যাগের name এট্রিবিউট ব্যবহার করা হয়। এরপর href এট্রিবিউটের মাধ্যমে আমরা যেখানে ঐ বুকমার্ককে কল করতে চাই (যেমন-উপরের ঐ বক্স) সেখানে কল করতে হবে।

একটি উদাহরণ দেখুনঃ

```
1  <html>
2  <body>
3  <p>
4  <a href="#C7">See also Chapter 7.</a>
5  </p>
6  <h2>Chapter 1</h2>
7  <p>This chapter explains ba bla bla</p>
8  <h2>Chapter 2</h2>
9  <p>This chapter explains ba bla bla</p>
10 <h2>Chapter 3</h2>
11 <p>This chapter explains ba bla bla</p>
12 <h2>Chapter 4</h2>
13 <p>This chapter explains ba bla bla</p>
14
15 <h2>Chapter 5</h2>
16 <p>This chapter explains ba bla bla</p>
17 <h2>Chapter 6</h2>
18 <p>This chapter explains ba bla bla</p>
19 <h2><a name="C7">Chapter 7</a></h2>
20 <p>This chapter explains ba bla bla</p>
21 </body>
22 </html>
```

কোড বিশ্লেষণঃ

১. আপনারা প্রথমে ৭,৯,১১,১৩,১৬,১৮,২০ নং লাইনে বড় প্যারাগ্রাফ লিখুন।

২. ১৯ নং লাইনে লক্ষ্য করুন আমরা প্রথমে name="C7" দিয়ে Chapter 7 কে চিহ্নিত করে রেখেছি। Chapter 7 সবার নিচে থাকার কারণে আমরা মনিটরের ভিজিবল এরিয়াতে Chapter 7 কে দেখতে পারব না; আমাদের মাউস স্ক্রল করে দেখতে হবে। এবার আমরা চাই Chapter 7 এর একটা লিংক পেজের উপরের দিকে রাখতে যাতে করে ওখানে ক্লিক করলে আমরা Chapter 7 কে মনিটরের ভিজিবল এরিয়াতে দেখাতে পাই। এই কাজটি করার জন্য-

৩. ১৯ নং লাইনে আমরা Chapter 7 কে যে নামে চিহ্নিত করে রেখেছিলাম ৪ নং লাইনে hrefএট্রিবিউট ব্যবহার করে তাকে কল করা হয়েছে। একটি কথা মনে রাখা খুব দরকার যে কোন নামে যে কোন কনটেন্টকে যে কোন স্থানে কল করতে পারেন।

ইমেজকে লিংক হিসাবে ব্যাবহারঃ

আমরা অনেক ওয়েব সাইটে দেখি যে কোন একটা ইমেজের উপর মাউস কার্সর নিয়ে গেলে কার্সর আকৃতি পরিবর্তন হয়ে যায় যা একটি লিঙ্ককে নির্দেশ করে। এই কাজটি করতে লিঙ্ক ট্যাগের(<a> ও) মাঝে <img> ট্যাগকে নেস্টেড করতে হয়।ইমেজকে লিংক হিসাবে ব্যবহার করার নিয়ম হলঃ

```
<html>

<body>

<a href="http://www.WebTechnolohyBlog.com">

<img src="smiley.gif" alt="Web Design tutorial" width="32" height="32" />

</a>

</body>

</html>
```

এক্ষেত্রে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, এখানে অবশ্যই alt ব্যবহার করতে হবে কারণ ইউজার যদি ইমেজ বন্ধ করে রাখে তবে alt এর টেক্সটকেই লিঙ্ক হিসেবে দেখাবে।

এইচটিএমএল ইমেইল লিংক

টেক্সট লিংক আমরা যেভাবে তৈরী করলাম ইমেইল লিংকও সেভাবে করতে হবে শুধু href এট্রিবিউটের ভিতর ইনভার্টেড কমার মধ্যে আগে যে ওয়েব সাইটের ঠিকানা ছিল তার স্থলে এবার ইমেইল ঠিকানা দিলেই হবে।যেমনঃ

```
<a href= "mailto:abc@mail.com" >Email Example</a>
```

এখনে mailto: হল লিংকের ক্ষেত্রে একটি প্রটোকল।

প্রদর্শন:

Email Example

এই লিংকের উপর মাউস নিয়ে যান, নিচে স্টাটাসবারে mailto:abc@mail.com লেখা দেখাবে।এখানে ক্লিক করলে আপনার ব্রাউজার abc@mail.com মেইল ঠিকানায় একটি মেইল পাঠিয়ে দিবে।

আপনি চাইলে আপনার ইমেইল লিংকে অতিরিক্ত দুটি বিষয় যোগ করতে পারেন যেটা হচ্ছে-১.subject এবং ২.body

১.subject ইমেইলের subject-এ আপনি আপনার মেইলের শিরোনাম লিখে দিতে পারেন। subject এর পরিবর্তে title এট্রিবিউট ব্যবহার করা যেতে পারে।

২.body body-তে মেইলের বিষয়বস্তু লিখে দিতে পারেন।

উদাহরণঃ

```
<a href= "mailto: a@b.com?subject=Web Page Email&body=This email is from your website" >
2nd Email Example</a>
```

প্রদর্শন:

2nd Email Example

এখানে ক্লিক করলে আপনার ইয়াহু মেইল খুলবে এবং To এর জায়গায় a@b.com আরSubject এর জায়গায় Web Page Email ও Body তে This email from your site এগুলি গিয়ে অটোমেটিক বসবে।

**আপনি যদি চান কেউ আপনার সাইটে মেইল করবে তবে ই-মেইল লিঙ্কের মাধ্যমে টা করতে পারেন। যেমন-

 % faruk@iceiuacademy.com

আবার ব্যবহারকারীর সুবিধার্থে এভাবে সরাসরি মেইল এড্রেস দেওয়া যেতে পারে।

 3ice.iu.academy@gmail.com

সতর্কতাঃ

১.লিঙ্ক তৈরির পর যাচাই করে দেখুন তা ঠিকমতো কাজ করছে কিনা?

২.ভালভাবে দেখে নিন সঠিক লিংক দিয়েছেন কিনা?

৩.ডাউনলোড লিংক দিলে দেখে নিন পাথ ঠিক আছে কিনা?

৪.আপনার সাইট হোস্ট করার পর আবারও দেখে নিন সকল লিংক ও ফাইল ডিরেক্টরি ঠিক আছে কিনা?

ফেসবুকে বিজ্ঞাপন দিতে চান ?

কল করুন ০১৬১৫২৪২৫১৬ এ

অধ্যায়-নয়ঃ ওয়েব পেজে টেবিল তৈরি

টেবিল তৈরিঃ<table>…. </table> ট্যাগঃ

বিভিন্ন কাজের জন্য ওয়েব পেজে তথ্য উপস্থাপনের জন্য টেবিলের গুরত্ত অপরিসীম। এছাড়া পুরো ওয়েব পেজকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে বিভিন্ন অংশে টেক্সট, ইমেজ ইত্যাদি স্থাপন করে একটি সুন্দর ওয়েব পেজ তৈরি করা যায়। <table>….</table> ট্যাগ ব্যবহার করে ওয়েব পেজে টেবিল তৈরি করা হয়। টেবিল ট্যাগের মাঝে আরওকিছু ট্যাগ থাকে যেগুলো টেবিল তৈরির জন্য অবশ্যই প্রয়োজন। ট্যাগগুলো নিম্নরুপঃ

ক.<tr>….</tr> [এই ট্যাগ দ্বারা row বা সারি তৈরি করা হয়]

খ.<td>….</td>[এই ট্যাগ দ্বারা সারিতে ডাটা ইনপুট করা হয়]

গ.<th>….</th>[এই ট্যাগ দ্বারা সারির হেডিং দেওয়া হয়]

[বিঃ দ্রঃ সবগুলো ট্যাগের শেষ ট্যাগ Optional।]

চলুন শুরু করি, প্রথমে আমরা নিচের ছবির মত একটি টেবিল তৈরি করবঃ

Name	Roll No.	Age
Faruk	0818002	22

উপরের টেবিলটিতে লক্ষ্য করুন- এখানে দুটি রো/সারি এবং তিনটি কলাম রয়েছে। আরওলক্ষ্য করুন-প্রতিটা কলামের একটি করে হেডিং রয়েছে। টেবিল তৈরি করার সময় প্রথমে রো/সারি তৈরি করে নিতে হয়; এরপর প্রতিটা রো/ সারিতে যতগুলো ডাটা রাখা হয় ততগুলো কলাম তৈরি হয়। বিষয়টা ভালভাবে বুঝার জন্য নিম্নে ধাপে ধাপে আলোচনা করা হল-

উপরের চিত্রে যে টেবিলটি দেখানো হয়েছে তার প্রথম সারিটি এবার তৈরি করব-

Name	Roll No.	Age

<tr> <!—এর ফলে একটি সারি তৈরি হবে -->

<th>Name</th> <!—টেবিলের প্রতিটা কলামের হেডার দেওয়া হয়েছে-->

<th>Roll No.</th>

<th>Age</th>

</tr>

[বিঃ দ্রঃ লক্ষ্য করুন প্রতিটা <th>…</th> ট্যাগ সারিকে কলামে ভাগ করে দিয়েছে]

এবার আমরা দ্বিতীয় সারিটি তৈরি করব-

Faruk	0818002	22

<tr> <!—এর ফলে একটি সারি তৈরি হবে -->

<td>Faruk</td> <!—টেবিলের প্রতিটা সেলে ডাটা ইনপুট করা হয়েছে-->

<td>0818002</td>

<td>22</td>

</tr>

এবার সকল কোডকে <table>...</table> ট্যাগের মাঝে রাখতে হবে। সম্পূর্ণ কোড নিম্নে দেওয়া হল-

```
<html>
<head>
<title>Make a Table</title>
</head>
<table border="1">
<tr>
<th>Name</th>
<th>Roll No.</th>
<th>Age</th>
</tr>
<tr>
<td>Faruk</td>
<td>0818002</td>
<td>22</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

ব্রাউজারে নিচের মত দেখা যাবেঃ

Name	Roll No.	Age
Faruk	0818002	22

টেবিলে ব্যবহৃত এট্রিবিউট সমূহঃ

টেবিলকে আকর্ষণীয় করার জন্য ব্যবহৃত এট্রিবিউটগুলো হল- align, width, border, cellspacing, cellpadding এবং bgcolor।নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হলঃ

align এট্রিবিউটের ব্যবহারঃ

স্বাভাবিকভাবে একটি টেবিল ওয়েব পেজের বামদিকে অবস্থান করে, আপনি চাইলে align এট্রিবিউট ব্যবহার করে এর অবস্থান পরিবর্তন করতে পারেন।যেমনঃ

<table align="left"> [এটা ডিফল্ট]

<table align="right">[টেবিল ওয়েব পেজের ডানদিকে থাকবে]

<table align="center">[টেবিল ওয়েব পেজের কেন্দ্রে থাকবে]

width এট্রিবিউটের ব্যাবহারঃ

টেবিলের প্রশস্ততা নির্ণয় করা হয় width এট্রিবিউটে মাধ্যমে। দুই ভাবে এই এট্রিবিউট ব্যবহার করা যায়-

১.<table width="60%">[এক্ষেত্রে টেবিলের প্রশস্ততা হবে ব্রাউজারের ৬০%]

এক্ষেত্রে ব্রাউজার ছোট করলে টেবিলও ছোট হবে।

২. <table width="100">[এক্ষেত্রে টেবিলের প্রশস্ততা হবে ১০০ পিক্সেল]

২ নং ব্যবহার করা উত্তম। এক্ষেত্রে টেবিলের আকার সবসময় ঠিক থাকবে।

[বিঃ দ্রঃ width এট্রিবিউট ব্যবহার না করলে ব্রাউজার নিজের মত করে টেবিল প্রদর্শন করবে অর্থাৎ টেবিলে যে পরিমান ডাটা থাকবে সে পরিমান জায়গা জুড়ে টেবিল প্রদর্শিত হবে]

Border এট্রিবিউটের ব্যাবহারঃ

ডিফল্ট হিসেবে টেবিলের চারদিকে কোন বর্ডার থাকে না। বর্ডার দেওয়া হয় border এট্রিবিউটে মাধ্যমে। কিন্তু সেলের(টেবিলের প্রতিটা ঘর) বর্ডার দেওয়া যায় না।উপরের উদাহরণে লক্ষ্য করুন আমরা <table border="1"> দিয়েছি ; যার ফলে টেবিলের চারদিকে একটি বর্ডার দেখাচ্ছে।

Cellspacing এট্রিবিউটের ব্যাবহারঃ

Cellspacing এট্রিবিউট ব্যবহার করে সেল সূমহের মধ্যে ফাঁকা স্থান নির্ধারণ করা হয়। cellspacing বলতে বোঝায় টেবিলের দুটি cell এর মধ্যে স্পেস(space) বা ফাকা অংশ।ডিফল্ট হিসাবে cellspacing এট্রিবিউটের মান ২ থাকে।এই মান হয় পিক্সেলে। যেমনঃ <table cellspacing="3">

একটি উদাহরণ দেখুনঃ

```
<html>
<head>
</head>
<body>
<table border="1" cellspacing="10"
bgcolor="white">
<tr>
<th>Column 1</th>
<th>Column 2</th>
</tr>
<tr><td>Row 1 Cell 1</td><td>Row 1 Cell 2</td></tr>
<tr><td>Row 2 Cell 1</td><td>Row 2 Cell 2</td></tr>
</table>
</body>
</html>
```

প্রদর্শনঃ

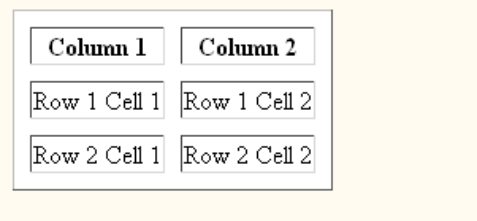

Cellpadding এট্রিবিউটের ব্যাবহারঃ

সেল বর্ডার থেকে সেল কন্টেন্টের দূরত্ব নির্দেশ করেত এই এট্রিবিউট ব্যবহার করা হয়।ডিফল্ট হিসাবে এর মান ১ পিক্সেল থাকে অর্থাৎ সেল বর্ডার থেকে সেল কন্টেন্টের দূরত্ব ১ পিক্সেল।এর মান পিক্সেলে হয়।যেমনঃ <table cellpading="2">

একটি উদাহরণ দেখুনঃ

```
<html>
<head>
</head>
<body>
<table border="1" cellpadding="10" bgcolor="white">
<tr>
<th>Column 1</th>
<th>Column 2</th>
</tr>
<tr><td>Row 1 Cell 1</td><td>Row 1 Cell 2</td></tr>
<tr><td>Row 2 Cell 1</td><td>Row 2 Cell 2</td></tr>
</table>
</body>
</html>
```

প্রদর্শনঃ

Column 1	Column 2
Row 1 Cell 1	Row 1 Cell 2
Row 2 Cell 1	Row 2 Cell 2

bgcolor এট্রিবিউটের ব্যবহারঃ

এই এট্রিবিউটের মাধ্যমে টেবিলের ব্যাকগ্রাউন্ডে কালার ব্যবহার করা যায়। যেমনঃ

<table bgcolor="red"> এর ফলে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার লাল দেখাবে।

rowspan এট্রিবিউটের ব্যাবহারঃ

একাধিক সারির সেলগুলোকে একটি সেলে পরিনত করার জন্য <td> ও <th> ট্যাগের সাথে rowspan এট্রিবিউট ব্যবহার করা হয়।যেগুলো সেলকে একীভূত করতে চাচ্ছেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে উপরের সেলটির সাথে rowspan এট্রিবিউট ব্যবহার করতে হবে।যেমনঃ

<td rowspan="2">

<th rowspan="2">

এখানে ২ দ্বারা দুটি সেলকে একত্র করা হয়েছে।

নিচের উদাহরণটি লক্ষ্য করুন-

```
1  <html>
2  <body>
3  <h4>Cell that spans two rows:</h4>
4  <table border="1">
5  <tr>
6    <th>First Name:</th>
7    <td>Faruk</td>
8  </tr>
9  <tr>
10   <th rowspan="2">Phone No.:</th>
11   <td>01724249036</td>
12 </tr>
13 <tr>
14   <td>01946853854</td>
15 </tr>
16 </table>
17 </body>
18 </html>
```

নিচের মত আউটপুট দেখা যাবে-

Cell that spans two rows:

First Name:	Faruk
Phone No.	01724249036
	01946853854

colspan এট্রিবিউটের ব্যাবহারঃ

colspan এর ব্যবহার rowspan এর মতই। শুধু colspan কলামকে একীভূত করবে।যেগুলো কলামকে একীভূত করতে চাচ্ছেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে উপরের কলামের সাথে colspan এট্রিবিউট ব্যবহার করতে হবে।যেমনঃ

<td colspan="2">

<th colspan="2">

নিচের উদাহরণটি লক্ষ্য করুন-

```
1  <html>
2  <body>
3  <h4>Cell that spans two columns:</h4>
4  <table border="1">
5  <tr>
6    <th>Name</th>
7    <th colspan="2">Phone No.</th>
8  </tr>
9  <tr>
10   <td>Faruk</td>
11   <td>01724249036</td>
12   <td>01946853854</td>
13 </tr>
14 </table>
15 </body>
16 </html>
```

নিচের মত আউটপুট দেখা যাবে-

Cell that spans two columns:

Name	Phone No.	
Faruk	01724249036	01946853854

<caption> ট্যাগের এট্রিবিউট সমূহঃ

<caption> ট্যাগ ব্যবহার করে টেবিলের শিরোনাম দেওয়া হয়। align এট্রিবিউট ব্যবহার করে টেবিলের কোন অবস্থানে caption টি হবে তা নির্ধারণ করা হয়। ডিফল্ট হিসাবে caption টেবিলের উপরে থাকে।

<caption align="top">

<caption align="bottom">

<caption align="left">

<caption align="right">

একটি উদাহরণ দেখুন-

```
<html>
<head>
<title>Make a Table</title>
</head>
<table border="1">
<caption align="top">Student Information</caption>
<tr>
<th>Name</th>
<th>Roll No.</th>
<th>Age</th>
</tr>
<tr>
<td>Faruk</td>
<td>0818002</td>
<td>22</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

নিচের মত আউটপুট দেখা যাবে-

Student Information

Name	Roll No.	Age
Faruk	0818002	22

টেবিলের ব্যাকগ্রাউন্ডে ইমেজের ব্যবহারঃ

ব্যাকগ্রাউন্ড এট্রিবিউট এর সাহায্যে ইমেজকে টেবিলের ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ হিসাবে দেখানো যায়। নিচের উদাহরণটি দেখুনঃ

```
<html>
<head>
</head>
<body>
<table height="50" width="100"
background="image.jpg"  cellspacing="85">
<tr><td>This table has a background  image
</td></tr>
</table>
</body>
</html>
```

প্রদর্শনঃ

এইচটিএমএল ব্যাকগ্রাউন্ড রিপিট:

উপরের উদাহরনে দেখা যাচ্ছে যে টেবিল এর আকার ছবির আকারের সমান বলে কোন সমস্যা হয় নি । যদি টেবিল এর আকার ছবির আকারের চেয়ে বড় হয় তবে ব্যাকগ্রাউন্ড ছবি রিপিট হবে।

```
<html>
<head>
</head>
<body>
<table height="200" width="300"
background="image.jpg" >
<tr><td>This table has a background  image</td></tr>
</table>
</body>
</html>
```

প্রদর্শনঃ

এশিয়ান স্কাই শপের যে কোন প্রোডাক্ট কিনতে ব্রাউজ করুন

www.ashianskyshopbd.com

অধ্যায়-দশঃ ওয়েব পেজে ফরমের ব্যবহার

ফরম তৈরি (<form>...</form>) ট্যাগঃ

এইচটিএমএল-এ ফরম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। প্রায় প্রতিটা ওয়েব সাইটেই কিছু না কিছু ফর্মের ব্যবহার করা হয়। ইউজার থেকে ইনপুট (মন্তব্য,অর্ডার গ্রহন, নিবন্ধন, মেইল) নেয়ার জন্য এইচটিএমএল-এ ফরম ব্যবহার করা হয়। **এককথায় ফর্ম হল তথ্য সংগ্রহের জন্য কিছু ফিল্ডের কালেকশন**। ফর্ম তৈরির ব্যবহৃত ট্যাগ হল <form>....</form> **ট্যাগ। ফরম ট্যাগ ব্যবহার করে আমরা শুধু ফরম তৈরি করতে পারব কিন্তু ফরমে ইনপুটকৃত ডাটা সার্ভারে পাঠানো ও ডাটাগুলো প্রসেস করার জন্য একটি সার্ভার সাইড ল্যাঙ্গুয়েজ যেমন-পিএইচপি দরকার হবে।** <form> ট্যাগের সাথে method, action এবং enctype এট্রিবিউট ব্যবহার করা হয়। এই এট্রিবিউটগুলো আপাতত আমাদের কাজে লাগবে না, **পিএইচপি দিয়ে ফরম প্রসেস করার সময় এগুলো কাজে লাগবে।** এট্রিবিউটগুলো নিয়ে নিম্নে হালকা ধারণা দেওয়া হল-

ক.Method এট্রিবিউটঃ

Method এট্রিবিউট ব্যবহার করে ফর্মে প্রদত্ত ডাটা সার্ভেরে সাবমিট করা হয়। দুটি Method ব্যবহার করে ডাটা সাবমিট করা হয়-

1.Get Method (<form method="GET"></form>)(ডিফল্ট)

2.Post Method (<form method="POST"></form>)

URL এর সাথে ফর্মের ডাটা সাবমিট করার জন্য Get Method ব্যবহার করা হয়।যেমনঃ ইউজার যদি নাম ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগিন করে তবে Address বারে নিচের মত দেখা যাবেঃ

http://www.sitename.com/login.php?/username=faruk&password=1254893/

বড় কোন তথ্য সার্ভেরে সাবমিট করার জন্য Post Method ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে তথ্য রিকোয়েস্ট বডির অংশ হিসাবে সার্ভেরে সাবমিট হয়।

খ.Action এট্রিবিউটঃ

সার্ভার ডাটাকে প্রসেস করার জন্য কোন প্রোগ্রাম বা স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করবে Action এট্রিবিউটের মাধ্যমে তা জানিয়ে দেওয়া হয়ঃ যেমনঃ

```
<form action="registration.php"  method="post">
```

গ.Enctype এট্রিবিউটঃ

অধিক তথ্যসম্পন্ন ফর্মের ক্ষেত্রে Get Method ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে Post Methot ও Enctype এট্রিবিউট ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এই এট্রিবিউট দ্বারা ফর্মের প্রকৃতি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। যেমনঃ

```
<form method="post" action="order.php" enctype="text/plain">
```

এইচটিএমএল ইনপুট ট্যাগঃ

এইচটিএমএল-এ ফরম এর অনেক ফরম ট্যাগ রয়েছে। তার মধ্যে input ট্যাগটি বহুল ব্যবহৃত। <input /> ট্যাগ এর কোন closing ট্যাগের প্রয়োজন নেই। Input fields হচ্ছে form-এর প্রাণ। Input fields এর মধ্যে যেসকল জিনিস অন্তর্ভুক্ত

সেগুলো হলো Text Field, Password Field, Radio button, Check Box, Text Area, Button, এবং form submission buttons। বিভিন্ন ফিল্ড নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

টেক্সট ফিল্ড তৈরিঃ

বিভিন্ন ওয়েব সাইটে রেজিস্টেশন করতে গেলে প্রথমে একটি ফরম আসে যেখানে First name, Last name নামে বিভিন্ন টেক্সট ফিল্ড/ঘর থাকে, এই টেক্সট ফিল্ড হল ছোট আয়তাক্ষেত্র যা আপনাকে যেকোন টেক্সট ইনপুট করতে দিবে। ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ড ফিল্ড (একলাইন টেক্সট লিখা যায় এমন ফিল্ড) তৈরি করার জন্য <input> ট্যাগ ব্যবহার করা হয়। <input> ট্যাগের সাথে ব্যবহৃত এট্রিবিউটগুলো হল- type, name, size, maxlength। সবগুলো এট্রিবিউট ব্যবহার করে একটি উদাহরণ দেখুন-

```
<html>
<body>
<form>
First name:<input type="text" size="20" maxlength="20" value="Here Your Firstname" name="firstname"><br/>
Last name: <input type="text" size="20" maxlength="20" value="Here Your Lastname" name="lastname">
</form>
</body>
</html>
```

নিচের মত আউতপুট দেখা যাবে-

First name: Here Your Firstname
Last name: Here Your Lastname

কোড বিশ্লেষণঃ

1.type ="text" [এর ফলে ফিল্ডে টেক্সট লেখা যাবে।]

2.name - এই এট্রিবিউটটি দিয়ে ফিল্ডকে চিহ্নিত করে রাখা হয়। পিএইচপি দিয়ে ফরম প্রসেস করার সময় এই এট্রিবিউটের ভেলুর নাম ধরে ফরমকে কল করা হয়।

3.Size="20"[এর ফলে ২০ অক্ষর প্রসস্ত ফিল্ড পাওয়া যাবে। default size হল সাধারনত ২০ characters]

4.maxlength="20"[এর ফলে ফিল্ডে ২০অক্ষরের বেশি টাইপ করা যাবে না। maxlength attribute নির্দিস্ট করা ছাড়া ব্যবহারকারী তার ইচ্ছামত characters ইনপুট করতে পারবে এমনকি আপনি যদি সাইজ নির্দিস্ট করেও থাকেন। characters ইনপুট কে সীমাবদ্ধ করতে maxlength attribute টি ব্যবহার করা হয়। size এবং maxlength একই হওয়া প্রয়োজন]

6.value="Your Name Here"[টেক্সট ফিল্ডে বাক্যটি ডিফল্ট হিসাবে থাকবে,এটা পরিবর্তনযোগ্য]

পাসওয়ার্ড ফিল্ড তৈরিঃ

Password Field টেক্সট ফিল্ডের মতই। শুধু type="password" হবে।অন্যান্য এট্রিবিউটে ব্যবহার টেক্সট ফিল্ডের মতই। যেমনঃ

```
<form>
Password: <input type="password" name="password" />
</form>
```

নিচের মত আউতপুট দেখা যাবে-

চেকবক্স তৈরিঃ

টিক চিহ্ন দিয়ে কোন অপশনসিলেক্ট করার জন্য চেকবক্স তৈরি করা হয়। এখানে একবা একাধিক অপশনসিলেক্ট করা যাবে। যেমনঃ

```
<html>
<body>
<form method="post" action="mailto:youremail@email.com">
<p>What is your favorite LANGUAGE?</p>
<input type="checkbox" name="language" value="C">C<br>
<input type="checkbox" name="language" value="C++">C++<br>
<input type="checkbox" name="language" value="Java">Java<br>
<input type="checkbox" name="language" value="Php">Php<br>
<input type="submit" value="Email Myself">
</form>
</body>
</html>
```

আউটপুটঃ

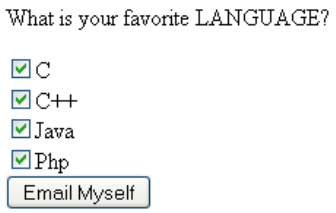

রেডিও বাটন তৈরিঃ

একাধিক অপশন থেকে কেবল মাত্র একটি অপশনসিলেক্ট করার জন্য Radio Button তৈরি করা হয়। checked এট্রিবিউট,এর সাহায্যে আপনারা রেডিও বাটনে অটোমেটিকালি ডিফল্ট হিসাবে বৃত্তে আগে থেকে চেক দিয়ে রাখতে পারেন। যেমনঃ

```
<html>
<body>
<form>
<p>What is your favorite LANGUAGE?</p>
<input type="radio" name="language" value="C">C<br>
<input type="radio" name="language" value="C++">C++<br>
<input type="radio" name="language" value="Java">Java<br>
<input type="radio" name="language" value="Php" checked="yes">Php
</form>
</body>
</html>
```

আউটপুটঃ

What is your favorite LANGUAGE?

- ○ C
- ○ C++
- ○ Java
- ◉ Php

টেক্সট এরিয়া তৈরিঃ

ইউজার থেকে বড় কোন কমেন্ট পাবের জন্য Text Area তৈরি তৈরি করা হয়।টেক্সক্ট এরিয়া এর opening এবং closing ট্যাগ রয়েছে। টেক্সক্ট এরিয়া ট্যাগ এর ভিতর কোন কিছু লিখলে তা ওয়েব পেজ এর টেক্সক্ট এরিয়া তে প্রদর্শিত হয়।

যেমনঃ

<form>

Comment:

<textarea rows="5" cols="8"> text area </textarea>

</form>

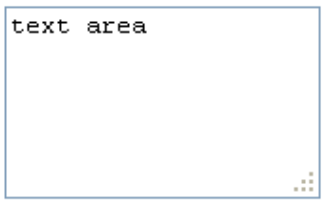

এখানে rows ও cols এর মাধ্যমে Textarea Size নির্ধারণ করা হয়।

বাটন তৈরিঃ

বাটন তৈরির জন্য নিম্নের কোড টাইপ করুনঃ

```
<html>

<body>

<form action="">

<input type="button" value="Hello world!">

</form>

</body>

</html>
```

সাবমিট বাটন তৈরিঃ

ফর্মের ডাটা সার্ভারে সাবমিট করার জন্য সাবমিট বাটন তৈরি করা হয়। যখন আমরা submit button এ চাপ দেবো তখন ফর্ম এর বার্তাটি activate হবে। এক্ষেত্রে আমরা যে শব্দকে *value* এট্রিবিউট এর মান হিসাবে নির্বাচন করবো তা বাটন উপর প্রদর্শিত হবে। "Submit" or "Continue" এই শব্দ দুটি *value* এট্রিবিউট এর মান হিসাবে বেশি ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ

```
<form>

<input type="submit" value="Login">

<input type="submit" value=" Continue">

<input type="submit" value="Press">

</form>
```

আউটপুটঃ

ইমেজ বাটন তৈরিঃ

ইমেজকেও বাটন হিসেবে ব্যবহার করা যায়। যেমনঃ

```
<input type="image" src="button.bmp">
```

রিসেট বাটন তৈরিঃ

রিসেট বাটন ক্লিক করার মাধ্যমে আপনি ফর্ম এর সবকিছু আবার পুর্বের স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে যেতে পারবেন। যেমন-

```
<input type="reset" value="Reset" />
```

ড্রপডাউন লিস্ট তৈরিঃ

ড্রপডাউন লিস্ট এর মাধ্যমে আপনি ইউজারের জন্য এমন একটা তালিকা তৈরী করতে পারবেন যেখান থেকে ইউজার যেকোন একটা সিলেক্ট করে দিতে পারবে।ধরুন আপনাকে একটা ফর্ম তৈরী করতে বলা হল এবং এখানে একজনের প্রিয় রং কি সেটা যাতে সিলেক্ট করে দিতে পারে (অনেকগুলি রং এর মধ্যে) এমন একটি অপশন রাখতে হবে,তখন ড্রপডাউন লিস্টের মাধ্যমে সেটা সহজেই করতে পারেন। ড্রপডাউন লিস্ট তৈরী করতে প্রথমে <select> ট্যাগ দিয়ে কোড শুরু করতে হবে এরপর যে আইটেমগুলি থেকে ইউজার বাছাই করবে সেগুলির প্রতিটি <option> ট্যাগের মধ্যে রাখতে হবে।যেমনঃ

```
<html>
<body>
<form>
<select name="color">
<option  value="bl">Black</option>
<option  value="wh">White</option>
<option  value="ye" selected="selected">Yellow</option>
</select>
</form>
</body>
</html>
```

উপরের উদাহরনে দেখুন selected এট্রিবিউটের কারনে প্রথম অপশন Yellow দেখাচ্ছে আপনি যদি চান White প্রথমে দেখাক তাহলে ৩ নম্বর লাইনে selected এট্রিবিউট ব্যবহার করবেন। প্রতিটি <option> ট্যাগে value এট্রিবিউট আছে এটা খুব গুরত্বপূর্ন যখন ফর্মের ডেটা সার্ভারে পাঠাবেন।value এট্রিবিউটের নাম ধরে (যেমন bl,mr..) কল করতে হয়।

<select> ট্যাগের size এট্রিবিউটঃ

<select> ট্যাগে size এট্রিবিউট দিয়ে আপনি ঠিক করে দিতে পারেন যে লিস্টে কয়টি আইটেম দেখাবে যেমন উপরের উদাহরনেই যদি size=2 দেন তাহলে দুটি অপশন দেখাবে বাকিটা স্ক্রল করে দেখতে হবে।

```
<select name="color" size=2>

<option value="bl">Black</option>

<option value="wh">White</option>

<option selected="selected" value="ye"> Yellow </option>

</select>
```

<select> ট্যাগের multiple এট্রিবিউটঃ

multiple এট্টিবিউটের মাধ্যমে আপনি একের অধিক বিষয় সিলেক্ট করার সুযোগ দিতে পারেন। যেমন-

```
<select multiple="yes">
<option value="bl">Black</option>
<option value="wh">White</option>
<option selected="selected" value="ye"> Yellow </option>
</select>
```

যদি selected এট্রিবিউট উঠিয়ে দেন তাহলে কোন অপশন আরসিলেক্টেড দেখাবেনা।

আপনার অপশন লিস্ট যদি অনেক বড় হয় তাহলে গ্রুপ করতে পারেন।<optgroup> এলিমেন্ট দিয়ে এটা করা যায়। যেমনঃ

```
<html>
<body>
<form>
<select name="TutorialInfo">
<optgroup label="Web Design">
<option value="html"> HTML Tutorial</option>
<option value="css"> CSS Tutorial</option>
<option value="photoshop"> Photoshop Tutorial</option>
</optgroup>
<optgroup label="Web Development">
<option value="js"> JavaScript Tutorial</option>
<option value="php"> PHP Tutorial</option>
<option value="database"> MySql Tutorial</option>
</optgroup>
</form>
</body>
</html>
```

নিচের মত আউটপুট দেখা যাবে-

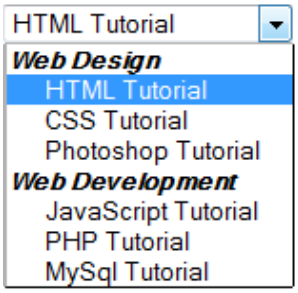

আপলোড ফরম তৈরিঃ

upload form ব্যবহার করে ইউজার pictures, movies, বা এমনকি নিজের webpage upload করতে পারে। একটা upload form হল একধরনের input form। আপনি সাধারনভাবে type attribute দিয়ে এর মান হিসাবে *file* লিখে upload form তৈরী করতে পারেন। যেমনঃ

Upload File: <input type="file"/>

upload ফাইল এর size এর সীমানা বেধে দিয়ে আপনি আপনার webserver এর মূল্যবান space রক্ষা করতে পারেন। এর জন্য আমরা *hidden* input field এবং আরওকিছু specific attributes যোগ করবো।

<input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="500" />

input type="file"/>

এখানে value 100 মানে file সর্বোচ্চ 100kb হতে পারবে।

ডোমেইন কিংবা হোস্টিং

সেরা মানের প্রতিশ্রুতি নিয়ে

hostghor.com

অধ্যায়-এগারঃ ওয়েব পেজে ফ্রেমের ব্যবহার

এইচটিএমএল iframe ট্যাগঃ

একটি ওয়েব পেজের মাঝে আরেকটি ওয়েব পেজ প্রদর্শন করতে iframe ট্যাগ ব্যবহার করা হয়। এই ট্যাগের সিনট্যাক্স হলঃ

<iframe src="যে ওয়েব সাইটকে দেখতে চান *এখানে সেই ওয়েব সাইটের ঠিকানা দিতে হবে*"></iframe>

iframe ট্যাগের সাথে যে সকল এট্রিবিউট ব্যবহার করা হয়ঃ

1.width

2.height

3.frameborder

Width ও height এট্রিবিউট ব্যবহার করে iframe ওয়েব পেজে কতটুকু জায়গা নিয়ে প্রদর্শিত হবে তা নির্ধারণ করা হয়। এদের মান পিক্সেলে থাকে, তবে আপনি চাইলে মান শতকরাতে প্রকাশ করতে পারেন। যেমনঃ

<iframe src="iframe.htm" width="200" height="200"></iframe> বা

<iframe src="demo_iframe.htm" width="50%" height="60%"></iframe>

Frameborder এট্রিবিউট ব্যবহার করে iframe-এর বর্ডার দূর করা হয়। যেমনঃ

<iframe src=" iframe.htm" frameborder="0"></iframe>

এর মান ১ ব্যবহার করলে বর্ডার থেকেই যাবে।

অধ্যায়-বারঃ এইচটিএমএল লেআউট

একটি ওয়েব পেজকে সুন্দর করে সাজাতে লেআউটের গুরুত্ব অপরিসীম। ওয়েব পেজকে বিভিন্ন ভাগে (সারি ও কলামে) বিভক্ত করার পদ্ধতিই হল এইচটিএমএল লেআউট।একটি আকর্ষণীয় ওয়েব পেজ তৈরি করতে অবশ্যই লেআউট সম্পর্কে ভালভাবে জানতে হবে। আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাব যে, অধিকাংশ ওয়েব সাইটই একাধিক সারি ও কলাম নিয়ে গঠিত। আগে শুধুমাত্র

এইচটিএমএল ব্যবহার করেই লেআউট তৈরি করা হত কিন্তু বর্তমানে এইচটিএমএল ও সিএসএস একত্রে লেআউট তৈরি করা হয়। দুইভাবে লেআউট তৈরি করা যায় -

১. টেবিল ট্যাগ (<table>...</table>) ব্যবহার করে। [এক্ষেত্রে শুধু এইচটিএমএল হলেই হবে]

২. ডিভ ট্যাগ (...) ব্যবহার করে। [এইচটিএমএল ও সিএসএস দুটোই দরকার হবে]

নিচের চিত্র লক্ষ্য করুন একটি ওয়েব পেজকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এটাই হল লেআউট।

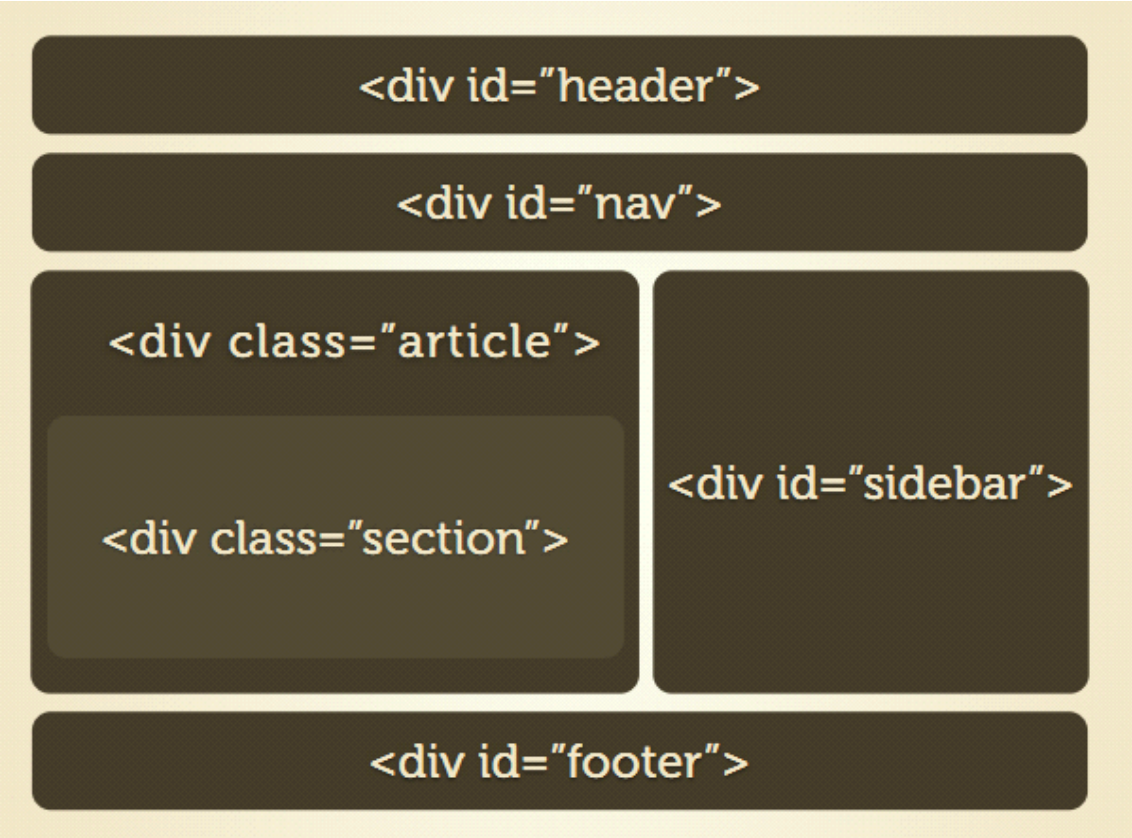

<table> ট্যাগ ব্যবহার করে লেআউট তৈরিঃ

<table> ট্যাগ ব্যবহার করে তিনটি রো ও দুটি কলাম বিশিষ্ট একটি ওয়েব পেজের উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হলঃ

```
<html>

<body>

<table width="500" border="0">

<tr>
```

<td colspan="2" bgcolor=#FFA500">

<h1>Main Title of Web Page</h1>

</td>

</tr>

<tr valign="top">

<td bgcolor=#FFD700;width=100px;">

Menu

HTML

CSS

JavaScript

</td>

<td bgcolor=#EEEEEE height=200px width=400px">

Content goes here</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="2" bgcolor=#FFA500">

Copyright © 2012| **Error! Hyperlink reference not valid.**>

</tr>

</table>

</body>

</html>

আউটপুটঃ

যদিও টেবিল ট্যাগ ব্যবহার করে সুন্দর লেআউট তৈরি করা যায় তবে এটা আসলে লেআউট ডিজাইন টুল হিসাবে ব্যবহার করা হয় না, এর পরিবর্তে ট্যাগ ব্যবহার করা উত্তম।

CLASS ও ID এট্রিবিউটঃ

স্টাইলশীট(CSS) ও স্ক্রিপ্ট(JavaScript)ব্যবহারের জন্য ওয়েবপেজের বিভিন্ন উপাদানের বিভিন্ন এট্রিবিউট ব্যবহার করা হয়। এর মধ্য অন্যতম হল ID, CLASS ও STYLE। ID Attribute-এর মাধ্যমে প্রতিটি উপাদানকে ভিন্নভাবে ভিন্ন নামে চিহ্নিত করা যায়। এবং CLASS Attribute-এর মাধ্যমে একাধিক উপাদানকে একই গ্রুপের সদস্য হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।যেমনঃ দুটি প্যারাগ্রাফকে যদি আমরা আলাদা দুটি ডিজাইন করতে চাই তবে তাদেরকে একটি করে ID নাম্বার দিয়ে রাখা যেতে পারে যাতে করে আমরা তাদের স্টাইল নির্ধারণ করার সময় নিদিস্ট করে দিতে পারি কোন প্যারাগ্রাফের ডিজাইন করতে হবে।

 This is first Paragraph

 This is second Paragraph

আবার অনেকগুলো প্যারাগ্রাফের যদি একই রকম ডিজাইন চাই তবে তাদেরকে একই CLASS নামে চিহ্নিত করে রাখা যেতে পারে। যেমন-

 This is first Paragraph

 This is second Paragraph

 This is third Paragraph

style এট্রিবিউট ব্যবহার করে বিভিন্ন এইচটিএমএল উপাদানের স্টাইল করা হয়। এটা আসলে সিএসএস-এর অংশ। ডিভ ট্যাগ আলোচনার সময় এটা লাগবে তাই একটু বলে নিলাম।যেমনঃ

Link to first Document

এর ফলে লিঙ্কটির টেক্সট বোল্ট দেখা যাবে।

এইচটিএমএল ট্যাগঃ

... ট্যাগ অন্যান্য ট্যাগ এর পাত্র হিসাবে কাজ করে অনেকটা body ট্যাগ এর মত। ট্যাগ হলো ব্লক লেভেল এলিমেন্ট যা এইচটিএমএল-এর বিভিন্ন উপাদানকে গ্রুপ আকারে সাজাতে ব্যবহার করা হয়। ডিভ ট্যাগ অর্থাৎ ডিভিশান ট্যাগের কাজ হল একটি ওয়েব পেজকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করা এবং বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন ডিজাইনে সাহায্য করা। সিএসএস এর ক্ষেত্রে Div এলিমেন্ট অনেক গুরুত্তপুর্ন। সিএসএস নিয়ে কাজ করার সময় ডিভ ট্যাগের পরিপূর্ণ ব্যবহার ভালভাবে বুঝা যাবে। নিচে ট্যাগে ব্যবহৃত কতকগুলো এট্রিবিউট দেয়া হলোঃ

Id এর সাহায্যে কোন এলিমেন্টের একটি ইউনিক আইডি দেওয়া হয়।

Align এই এট্রিবিউটের মান left,right,center, justify হতে পারে।

Width এলিমেন্টের প্রশস্ততা

Height এলিমেন্টের উচ্চতা

Title এলিমেন্ট সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান।

style দর্শকদের strong visualization এর জন্য ডিভের style attribute এর মাধ্যমে কালার প্রদর্শন করা যায়।

একটি উদাহরণ দেখুনঃ

```
<html>
<body>
<div style="background:#ff0011" align="center">
<h1>Visit My blog </h1>
<a href="http://www.webtechnologyblog.com">WebTechnology</a>
</div>
<div style="background:#00ff11" align="center">
<p>This is a paragraph</p>
</div>
</body>
</html>
```

আউটপুটঃ

দেখুন ওয়েব পেজে দুটি আলাদা ডিভিশান তৈরি হয়েছে।

আরেকটি উদাহরণ দেখুনঃ

```
<html>
<head>
<title>Use of DIV Tag</title>
</head>
<body>
<div id="menu" align="center" style="background:#aa0000" >
<a href="/">HOME</a> |
<a href="/">HTML</a> |
<a href="/">CSS</a> |
<a href="/">PHP</a>
</div>
<div id="content" align="center" style="background:#aa0000" >
<h5>Content Articles</h5>
<p>This paragraph would be your content
paragraph with all of your readable material.</p>
<h5 >Content Article Number Two</h5>
<p>Here's another content article right here.</p>
</div>
</body>
</html>
```

আউটপুটঃ

ট্যাগ ব্যবহার করে লেআউট তৈরিঃ

নিচের উদাহরণে দেখুন একইকাজ ডিভ ট্যাগ ব্যবহার করে করা হয়েছে-

```
<html>
<body>

<div id="container" style="width:500px">

<div id="header" style="background-color:#FFA500;">
<h1 style="margin-bottom:0;">Main Title of Web Page</h1></div>

<div id="menu" style="background-color:#FFD700;height:200px;width:100px;float:left;">
<b>Menu</b><br />
HTML<br />
CSS<br />
JavaScript</div>

<div id="content" style="background-color:#EEEEEE;height:200px;width:400px;float:left;">
Content goes here</div>

<div id="footer" style="background-color:#FFA500;clear:both;text-align:center;">
Copyright © 2012| Error! Hyperlink reference not valid.>


</div>

</body>
</html>
```

আউটপুটঃ

অধ্যায়-তেরঃ

এইচটিএমএল 4.01- এর সকল ট্যাগঃ

ট্যাগ	বর্ণনা
সাধারণ ট্যাগসমূহ	
<!DOCTYPE>	ডকুমেন্টের ধরণ নির্দেশ করে।
<html>	এইচটিএমএল ডকুমেন্ট নির্দেশ করে।
<body>	এইচটিএমএল ডকুমেন্টের বডি অংশ নির্দেশ করে।
<h1> to <h6>	এইচটিএমএল হেডিং নির্দেশ করে।
<p>	এই ট্যাগ দিয়ে প্যারাগ্রাফ প্রকাশ করা হয়।
 	এককলাইন ব্রেক তৈরি করে।

<hr />	আনুভূমিক রেখা তৈরি করে।
<!--...-->	এভাবে মন্তব্য প্রকাশ করা হয়।
ফরম্যাটিং-এর ট্যাগসমূহ	
<acronym>	বিশেষ শব্দ সম্পর্কে তথ্য প্রদান।
<abbr>	বর্ণনামূলক কোন কিছু তুলে ধরে।
<address>	অথরের তথ্য তুলে ধরে।
<b>	টেক্সটকে বোল্ড করে।
<bdo>	টেক্সটের দিক নির্দেশ করে।
<big>	বড় টেক্সট প্রকাশ করে।
<blockquote>	কোটেশান তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।
<cite>	টেক্সটকে ইটালিক হরফে দেখায়।
<code>	টেক্সটকে কম্পিউটার কোডের মত দেখায়।
<del>	টেক্সটের মাঝ বরাবর দাগ দেখায়।
<dfn>	টেক্সটের ডেফিনেশান টার্ম দেখায়।
	বোল্ড দেখায়।
<i>	টেক্সটকে ইটালিক হরফে দেখায়।
<ins>	ইন্সারটেড টেক্সটকে দেখায়।
<kbd>	কীবোর্ড টেক্সটকে দেখায়।
<pre>	ফরম্যাটের কোন পরিবর্তন না করে টেক্সট প্রদর্শন করে।
<q>	শর্ট কোটেশানের জন্য ব্যবহার করা হয়।
<samp>	টেক্সটকে কম্পিউটার কোডের মত দেখায়।
<small>	ছোট টেক্সট প্রকাশ করতে ব্যবহার করা হয়।
	বোল্ড টেক্সট প্রদর্শন করে।

<sub>	সাবস্ক্রিপ্ট টেক্সট প্রদর্শন করে।
<sup>	সুপারস্ক্রিপ্ট টেক্সট প্রদর্শন করে।
<tt>	টেলিটাইপ টেক্সট প্রদর্শন করে।
ফরম তৈরিতে ট্যাগসমূহ	
<form>	ফরম তৈরির ট্যাগ।
<input />	ইনপুট ফিল্ড তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।
<textarea>	টেক্সট এরিয়া তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়।
<button>	বাটন তৈরি করা হয়।
<select>	ড্রপডাউন লিস্ট সিলেক্ট করা হয়।
<optgroup>	কোন লিস্টে একই ধরণের বিষয়গুলোকে একত্র করে।
<option>	লিস্টের আইটেমগুলোকে দেখায়।
<label>	ইনপুট এলিমেন্টের লেভেল প্রদর্শন করে।
<fieldset>	ফর্মের সকল এলিমেন্টের চারপাশে বর্ডার তৈরি করে।
<legend>	<fieldset> ব্যবহার করে যে বর্ডার দেওয়া হয় তার শিরনাম দিতে ব্যবহার করা হয়।
ইমেজ ব্যবহারের ট্যাগসমূহ	
<img />	ইমেজ প্রকাশ করতে।
<map>	ইমেজ ম্যাপের জন্য ব্যবহার করা হয়।
<area />	ইমেজ ম্যাপের মাঝে জায়গা নির্ধারণ করে।
লিংক তৈরিতে ট্যাগসমূহ	
<a>	লিংক প্রকাশের ট্যাগ
<link />	ডকুমেন্টের সাথে বাইরের কোন ডকুমেন্টেরের সংযোগ স্থাপন।

লিস্ট তৈরিতে ট্যাগসমূহ	
	আনঅডার লিস্ট প্রকাশ করে।
	অর্ডার লিস্ট প্রকাশ করে।
	লিস্ট আইটেম প্রকাশ করে।
<dl>	ডেফিনেশান লিস্ট প্রকাশ করে।
<dt>	ডেফিনেশান লিস্টের একটি টার্ম প্রকাশ করে।
<dd>	টার্মের বর্ণনা প্রকাশ করে।
টেবিল তৈরির ট্যাগসমূহঃ	
<table>	টেবিল তৈরির ট্যাগ
<caption>	টেবিলের শিরোনাম দেওয়া হয়।
<th>	টেবিল সেলের হেডার দিতে ব্যবহার করা হয়।
<tr>	টেবিল রো/সারি তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।
<td>	টেবিলের একটি সেল তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।
<thead>	টেবিলের হেডার কনটেন্ট
<tbody>	টেবিলের বডি কনটেন্ট
<tfoot>	টেবিলের ফুটার কনটেন্ট
<col />	টেবিলে একবা একাধিক কলাম তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।
<colgroup>	টেবিলে কলাম গ্রুপ তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।
ডকুমেন্টের স্টাইল নির্ধারণের ট্যাগসমূহ	
<style>	ডকুমেন্টের স্টাইল প্রকাশ করা হয়।
	ডকুমেন্টে আলাদা আলাদা সেকশান তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।
মেটা ইনফো	

<head>	ডকুমেন্ট সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করে।
<title>	ডকুমেন্টের টাইটেল প্রকাশ করে।
<meta>	ডকুমেন্টের মেটা ইনফরমেশান প্রকাশ করে ।
<base />	একটি ওয়েবসাইটের সমস্ত লিংককে একটি ওয়েব পেজে ডিফল্ট লিঙ্ক হিসেবে ব্যবহারের জন্য ব্যবহার করা হয় বেস ট্যাগ ।

[বিঃদ্রঃ খুব দ্রুতই প্রকাশ করা হবে এইচটিএমএল ৫-এর উপর অসাধারণ একটি বই । গ্রুপে নিয়মিত খোঁজখবর নিন]